সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

নারীপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মহাশয়।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয়॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার॥
গান্ধারী কিমতে বাঁচিলেন পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে॥
মৃত তনু কোনমতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরবনন্দন॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে॥

শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাঁহার সান্ত্বনা।

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জর জর॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে ঝরয়ে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
একশত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হা পুত্র হা পুত্র করি, পড়ে কুরু অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শতপুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ॥

হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মম না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥
কোথা কর্ণ মহীশূর, রিপু দর্প করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে কারণে পুত্র মরে,
না শুনিল সুহৃদ ভারতী ॥
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমেতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজ্যপাট, মানিক মন্দির খাট,
কি হইল কুরু অধিকারী ॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্যলোক,
মরিল সুহৃদ বন্ধুজন।
করপুটে ভিক্ষা করি, হইল যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট-তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হইবে আঁধার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়নবিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
আমারে সে হিত কাম,প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিনু মনে।
ভূপতি-সভাতে আসি, কহিল নারদ ঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে ॥
ভীষ্মদেব কুরুগুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিতকথা কহিল বিস্তর।
না শুনি তাহার বোল, বিপদেদিলাম কোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার ॥
দুর্য্যোধন বধ ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যুবাণী,
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥

পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ,সে কারণে পাইতাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু এ বিয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে-ভোগ সবে করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সেজনে অর্জ্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
যাঁর সঙ্গে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে ॥
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাঁহারে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুরুক্ষয় ॥
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী ॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ॥
তোমার সমান গুণী, পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার আখ্যান।
বৃদ্ধ হৈতে বৃদ্ধোত্তম, নাহি কেহ তোমা সম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যবান, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইলেন সবিশেষ,
তাহে তাঁর হৈল সুস্থ চিত ॥

আপনি সে সব কথা, অবশ্য আছেন জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি ।
জীবন মরণ যোগ, সুখ দুঃখে ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় সে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হ'য়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন-বচন না শুনে ।
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরব-নন্দনে ॥
কর্ণ বলিলেন যত, তাহে মাত্র অভিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে ।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জনের কেমনে কল্যাণ ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদুরেতে,
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম ॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম, আসিলেন ঘনশ্যাম,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগেন রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে ।
আপনি মধ্যস্থ হৈলা, কত তাঁরে বুঝাইলা,
দৈবে যাবে শমনের পুরে ॥
পাশা খেলাইল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্ব ধন হারিল পাণ্ডব ।
কিংজিতং কিজিতং বলি,হইলা যে কুতূহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥
ক্ষিতির করিয়া ক্ষয়, শত্রুর বাড়ালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে ।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি কারণ লোটাও ভূতলে ॥
জানিয়া করিলা পাপ, শেষে পাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে ।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞজন মুগ্ধ হন তাতে ॥

জ্বলন্ত অনল কেন, বসনে বাঁধিয়া আন,
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর ।
এ সব আপন দোষে,কহি রাজা তব পাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ বচন ঠেলি,
রাজ্যলোভ করিল দুর্জ্জয় ॥
পূর্ব্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয় ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈয়া নৃপমণি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস ।
বিদুর পণ্ডিত গুরু, উপদেশে কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি ।
যত দিন নিয়ত যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যমঘরে,
মৃত্যু বশ সব চরাচর ।
সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর ॥
পূর্ব্ব কথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা ।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলা জিজ্ঞাসা ॥
পাসরিলা সেই বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সে কথা নাহিক তব মনে ।
এখনি ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এক্ষণে ॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সমরে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ ভবনে ।
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরি, যেন নব বস্ত্র পরি,
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত ।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
ক্ষিতিস্পর্শে হইয়া নিবর্ত্ত ॥

কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হইল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত,
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে বীর॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেচি, তালের বিউনী বিচি,
চেতন করান মহীপালে॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ, শোক করি চতুর্গুণ,
কহে ধিক্ মনুষ্য-জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যায় কেনে॥
শত পুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।
অনিত্য এ সব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধব-শোক, ক্ষণে ভাবে পরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
হাহাপুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শত পুত্র।
ধরিতে না পারি হিয়া, লহ মোরে উদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর॥
আর শোক না করিহ শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন॥
একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমারে করহ পদ্মাসন॥
হরি করিলেন যত দানব-সংহার।
ক্ষত্রকুলে তাহারা জন্মিল পুনর্ব্বার॥
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিল ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্র তনয় নৃপতি দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তুতি অনেক করিলা।
যোড়হাত করি পুনঃ কহিতে লাগিলা॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তার করিয়া বিস্তার॥
ব্রহ্মা কন কুরু পাণ্ডু ভাই দুইজন।
চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন॥
রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে দুইজনে।
পাণ্ডুর নন্দন যুধিষ্ঠির রাজা সনে॥
আপনি সহায় কৃষ্ণ হবেন তাঁহার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মহামার॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে॥
যাহ যাহ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এই সব কারণ যে জানিনু তথায়॥

সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয়॥
মহামহীপাল হৈল মহা ক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্মে সাক্ষাৎ যে কলি॥
সবে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর॥
কৌরব পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন॥
এই পূর্ব্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব বুঝান তাঁহারে॥
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া যোড়হাত।
করি এক নিবেদন শুন নরনাথ॥
নানাদেশ হইতে অনেক নরপতি।
অভ্যর্থিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হ'য়ে রাজা ধরণী পড়িল॥
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় বার বার।
রথসজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধার নন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন।
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান॥
পুত্রশোক শুনি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা॥
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোলাহল।
হার ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে লোটায় ভুতল॥
কপালে কঙ্কণাঘাঁত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয়কালেতে যেন জলের কল্লোল॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ সঙ্গে করে রথ আরোহণ॥
ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
দেবগণ নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা একবস্ত্র পরি॥
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে॥
সমান সকল দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার॥
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুকাদি সৃজে নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ়জন॥
একবস্ত্র পরিল রাজার পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ-শোকে মুক্ত হইল কবরী॥
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি কেহ স্বামীদান মাগে॥
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাণ্ডব-নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আসে তোমা বিদ্যমানে॥
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরব পাণ্ডবে প্রীতি হ'ল পরিণাম॥
মিথ্যা কথা কেহ কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা॥
চারিভিতে বেড়িয়া কাঁদে যত নারী।
নগরে বাহির হৈল কুরু অধিকারী॥

গান্ধারী চাপিল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুল সকলেতে বস্ত্র নাহি অঙ্গে ॥
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা ॥
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ ॥
চরণে নূপুর পরে দোসারী মুকুতা।
সিন্দূর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিঁথা ॥
চন্দনের বিন্দু তার চারিদিকে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায় ॥
কেহ অসিচর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসরি ॥
মুক্তকেশা আম্রশাখা ল'য়ে কত জনা।
কেহ পথে পড়ে, কেহ শোকে অচেতনা ॥
অনেক চলিল নারী পতি-পুত্র শোকে।
প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে ॥
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূগণ চলিল ॥
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশে ধায় যেন সোণার প্রতিমা ॥
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী ॥
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হৈতে কৌতুক দেখয়ে দেবগণ ॥
শোকাকুল হ'য়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি ॥
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিনজন ॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার ॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলে সেই তিনজন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ ॥
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই ॥
শুন কহি মহারজ সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল ॥
দৈবে না হইল তিন জনার মরণ।
শত ভাই সহিত পড়িল দুর্য্যোধন।
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একেলা মারিল তব শতেক কুমার ॥
শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন ॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন ধীর ॥
শতপুত্রে তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমত আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে ॥
শোক পরিহর দেবি না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ ॥
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম ঘোরা কর্ম্ম গুরু ॥
সবান্ধবে পাঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটী কুমার ॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সপ্তজন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয় ॥
আজ্ঞা দেহ আমরা আপন স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পাণ্ডব পঞ্চভাই ॥
এত বলি রাজার লইল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয় ॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল হেথা অন্ধক রাজন ॥
ধৃতরাষ্ট্র আইল শুনিয়া পঞ্চভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত ॥
কিমতে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব ॥
গান্ধারীর ক্রোধে আর নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার ॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন ॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা আর জ্ঞাতির নিধন ॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব ॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার ॥
শুন কৃষ্ণ তোমারে করি নিবেদন।
প্রাণ ল'য়ে পলাউক ভাই চারিজন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করুক এবার ॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে ॥
আমার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন ॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁরে তবে সুমধুর বাণী ॥
শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে ॥
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন ॥
সবে মেলি চলি যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে ॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর ॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করিব ॥
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিত চলে সবে রাজ সম্ভাষণে ॥
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান দ্রুতগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি ॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চভাই রাজ বিদ্যমানে ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মম ঘুচাইলে পিণ্ড প্রয়োজন ॥
উরু ভাঙ্গি মারিলেক নৃপতি দুর্য্যোধনে।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দনে ॥
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে ॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে ॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হ'য়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি ॥
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ ॥
পুত্রশোকে নরপতি না শুনয়ে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে ॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধা মধুর বচন ॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার ॥

তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি ।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি ॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন ।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেন অপযশ রাখিবা ঘুষিতে ।
শুদ্ধচিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে ॥
আপনি কহিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন ।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর তেমন ॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম করিলা রাজন ।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন ॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ ।
আপনি করিলা তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ ॥
ভীমে বিষ খাওয়াল রাজা দুর্য্যোধন ।
জতুগৃহে রাখিলেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি ।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরে সংহতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল ।
দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল ॥
আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন ।
জয়দ্রথে দিয়া করে দ্রৌপদী হরণ ॥
তথাপিও পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল ।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল ॥
আপনি সকল জান তুমি মহাশয় ।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ॥
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন ।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারিল সপ্তজন ॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল ।
প্রতিজ্ঞা কারণে সর্ব্ব কৌরবে মারিল ॥
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
আপনি জানহ পাণ্ডবের যত দোষ ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যতেক বুঝাইল ।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল ॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চভাই ।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই ॥
জানিয়া না জান তুমি সকল উহার ।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার ॥
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম ।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ॥
কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন ।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ ॥
কদাচিত পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিহ ।
অধর্ম্ম হইবে মম বচন পালহ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি ।
পাণ্ডবে আলিঙ্গিল হইয়া হৃষ্টমতি ॥
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাণ্ডবে ।
হেনকালে বলিলেন বাসুদেব তবে ॥
শুন দেবী পাসরিলে তুমি পূর্ব্বকথা ।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোনজন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে ।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে ॥
তবে সত্য কথা তুমি কহিলে তখন ।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে ।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয় ।
অতএব যুদ্ধ জিনে পাণ্ডুর তনয় ॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে ।
পুত্র ভাব কর পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী ।
যোড়হাতে বলিলেন অন্ধ রাজরাণী ॥
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন ।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি ।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী ॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে ।
পুত্র সম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে ॥

গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব স্ব পতি পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুলা নারীগণ যায় ধীরে ধীরে॥
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয়॥
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা অভাগিনী সনে॥
হেনমতে পতি ল'য়ে অনেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সবে নানামত করি॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে॥
কেবা কোথা পড়িয়াছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবী লাগে ভয়াবেশ॥
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে লাগে চমৎকার॥
গজবাজী পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র শস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকর কুণ্ডল পড়িয়াছে নানাক্রমে॥
ধ্বজছত্র চামর প'ড়েছে রণস্থলী।
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলী॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর॥
দুর্য্যোধন অন্বেষণে বুলয়ে গান্ধারী।
কতদূরে দেখে হত কুরু অধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ॥
পুনঃ দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার তনয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন রাজা দুর্য্যোধন ধূলাতে লুটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতি যূঁথী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিতে শুইয়া।
হেন তনু লোটে ভূমে দেখহ চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী।
লেপন করিতে সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকিছে বৃকোদর॥

উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকিছেন যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর নাহি কেন দেহ দুর্য্যোধন ॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বন ॥
শোক না করিও দেবি শুন হিতবাণী।
সকল দৈবের খেলা জানহ আপনি ॥
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা এ সব কুকর্ম্ম।
বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম ॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহা সুখভোগী অন্তে যায় যে স্বর্গেতে ॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করয়ে যেই জন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন ॥
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর ॥
না শুনে সুজন বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেইজন যায় ছারেখারে ॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ কি কারণে ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন ॥
কালে আসি জন্মে পাপী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে ॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
কিছুমাত্র বলি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে সেই তরয়ে সংসার ॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন ॥

মৃত পতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ।

জন্মেজয় কহিলেন শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কহিলেন কহ তাহা শুনি ॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্রশোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণকে ॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ ॥
এই ত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয় ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হ'য়ে শুন ভারত কথন ॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্যে চান্দে ॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥
হেম বধূগণ দেখ আসে কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
এই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥
এই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি ॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি ॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ॥

একলে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইয়া আমারে কিরূপে হে মুরারী॥
পুত্রশোক-শেল সম বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক॥
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক॥
গর্ভধারী হ'য়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মম শতেক নন্দন।
কি দিয়া আমারে বুঝাইবা নারায়ণ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে কথা কহিনু তাহা শুন মহাশয়॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে॥
না শুনিল মম বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর॥
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
হৃদয়ে রহিল কিন্তু বড় এক ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্য্যামী॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ॥
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তাহার বুদ্ধিতে হৈল বংশের সংহার॥
মরিলেক শত পুত্র বংশের সংহতি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আর যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করি যে রাত্র দিনে॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন।
করুণা সাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বন॥
কৌরব-বনিতা কান্দে পতি-পুত্রশোকে।
তা দেখিয়া পাণ্ডব আছয়ে অধোমুখে॥
মৃতপুত্র কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি পাইলেন অর্জ্জুন বেদনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেনজন মরে যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় পিতা যায় হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমেতে পড়িল ভীমবীর॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহা শোক-সিন্ধু মাঝে পড়ে সর্ব্বজনা॥
ফুকারিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
হইল অন্তরে দগ্ধ কর্ণের শোকেতে।
বিলপিয়া উত্তরা যে যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলে মোরে ছাড়ি॥
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেলে অর্জ্জুন-তনয়॥

অস্থির পাণ্ডবগণে দেখি নারায়ণ।
সান্ত্বনা করেন কহি মধুর বচন ॥
কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল।
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে ॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে ॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারী।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী ॥
না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন ॥
শান্তনু তনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত ॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে ॥
না শুনিল কার' কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ কহিব তোমাকে ॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয় ॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মম বংশের সংহার ॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রক্ষালন ॥
তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হৈতে ॥
সকল তোমার মায়া তুমি সে প্রধান।
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান ॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যে বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ' কেন তারে ॥
অসাধুর মত কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধুব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা ॥
সাধুমত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি।
সংসারে যতেক দেখি তার মূল তুমি ॥

অতএব কহি নাথ কর অবধান।
করাইলে কৌরব পাণ্ডবেতে সংগ্রাম ॥
ভেদ জন্মাইলে তুমি ওহে নরপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি ॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে ॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাহারে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার উচিত নহে উপস্থিতি রণে ॥
তারে বন্ধু বলি সব করায় সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডুসনে ॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে ॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন আসে সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
নারায়ণী সেনা দিলা আমার নন্দনে।
ছলিতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে ॥
সারথি হইলে তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে ॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমাতে উচিত নহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তারপর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত ॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে সে পঞ্চগ্রাম শ্রুত আছি আমি ॥
না দিলেক মম পুত্র কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডব-নন্দনে ॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে ॥

আপনি দিলেন ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলে কেন তবে॥
সে কালে আপন ঘরে যেতে যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধ যুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলা আমারে॥
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার মর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ॥
সুখ দুঃখ কহিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান॥
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের আছিলা শক্তি অর্জ্জুন নিধনে।
তাহা দিয়া বিনাশিলে ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলা তুমি রাতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমীরে মারিল॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সব মূল বলি প্রবোধিলা আমা॥
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পণ্ডু সম মিল বলহ সভাতে॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধ মাত্র জানয়ে অর্জ্জুন॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডব সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥
অভিমন্যু বধ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন।
জয়দ্রথে নাশ হেতু করিল সে পণ॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ।

কুরুকুল বিনাশিলা বসুদেব সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইনু নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ॥
মম বধূগণ যেন করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হৈল ধর্ম্ম অধিকারী॥
অন্তর্য্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
আমি জন্মিলাম ভূমি ভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার যে ঘুচিল এত দিনে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিতে পারয়ে কোনজন॥
উঠহ গান্ধারী, নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলা তথাপি না কর সম্বরণ॥
দুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমারে শাপিলা অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥

এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ ।
পুত্রশোকে গান্ধারীকে করেন মোচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর সৎকার ।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি ॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে মরিল যত জন ॥
রাজ-রাজ্যেশ্বর রাজা কুমার রাজার ।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার ॥
সুহৃদ বান্ধব কার' নাহি সহোদর ।
সবাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর ॥
অগ্নি কার্য্য সবাকার করহ এখন ॥
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যোধন ।
তব আমন্ত্রণে এ'ল যত যত রাজ ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ ॥
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি ।
ইন্দ্রসেন ধর্ম্মসেন যুযুৎসু প্রভৃতি ॥
ইহারা সকলে যা'ক তোমার সহিত ।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী ।
সবার সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন ॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায় ।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায় ॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন ॥
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন ।
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে ।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ আজ্ঞ মাত্রে ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন ।
অনুমৃতা হইল যতেক নারীগণ ॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন ॥

অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে ।
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে ॥
বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে ।
বিশ্বরূপ যশোদা দেখিল বিদ্যমানে ॥
চারি ভাই সঙ্গে ল'য়ে পাণ্ডুর কুমার ।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর ॥
গঙ্গায় চলিল সব গোবিন্দ সংহতি ।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদনন্দিনী ।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী ॥
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে ।
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ায় সকলে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর ।
সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর ॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল ।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল ॥
ক্ষত্র মত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর ।
সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর ॥
স্ত্রীপুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম ।
যেমন বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম ॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে ॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন ।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলা বচন ॥
কন্যাকালে জন্ম হ'য় আমার উদরে ।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে ॥
অসময় বলি তায়ে করি বিসর্জ্জন ।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন ॥
তবে সূত পেয়ে তারে করিল পালন ।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন ॥
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে ॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর ॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন ॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ জন্ম বিবরণ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় যেমত প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুনঃ করেন রোদন॥
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননী।
কর্ণ মম সহোদর এতদিনে শুনি॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল॥
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে পঞ্চর্জ্জন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহিলেন জননী গোচর॥
শুনগো জননী আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হ'ত কভু কর্ণের নিধন॥
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে।
বৃথা বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননী।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধন।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জন॥
তবে কেন ভীষ্ম বীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তীনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে॥
কর্ণ-আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে।
এতদিনে হেন কথা কহিলে আমারে॥
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত তোমার।
শুন গো জননী তাপ বাড়িল অপার॥
শাপ দিব আমি বড় দুঃখ পাই মনে।
গুপ্তকথা না থাকিবে নারীর বদনে॥
নারীর উদরে কভু কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হ'য়ে অনুকূল॥
কৃষ্ণবাক্যে প্রীত পেয়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রহিল অনাহারে॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজন॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকী॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে॥
শতপুত্র আমার যেমন শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল॥
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তরে।
কেমনে অনল দিলা এমন শরীরে॥
স্বপ্নবৎ দেখি এই সকল সংসার।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার॥

সুবর্ণ রচিত পুরী নিল কোন্ জন।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন ॥
সকুণ্ডল কনক শরীর সুকুমার।
দুঃশাসন আদি পুত্র কোথা সে আমার ॥
শোক দুঃখ ভয়ে আমি হৈলাম উন্মনা।
কোথা শত বধূ মোর খঞ্জননয়না ॥
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান ॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ নহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কোন গতি হইবে আমার ॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাব' আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ ॥
কি বুঝিয়া এত তাপ দিলেন আমারে।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে ॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর ॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান ॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে ॥
ওহে যুধিষ্ঠির তব হৈল শুভ দশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা ॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি ॥
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেইকালে ॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্র কথা বুঝাইল তাঁরে ॥
শুন গো গান্ধারী শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান।
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ ॥
দুর্য্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা ॥
অদ্য বা পক্ষান্তে হয় অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারী শোক কর অকারণ ॥
বিস্ময় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন শুন ওহে ভাই হ'য়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে তখন কহেন নারায়ণ ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ॥
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ ক্ষমা দেহ মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে ॥
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী ॥
যে দুঃখ পাইলে তুমি বেড়াইয়া বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে ॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন ঝটিতি আনিল ॥
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর, চল হস্তিনানগরী ॥
এত যদি কহিলেন দৈবকী-নন্দন।
দিলেন পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন ॥
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্ম্মফল।
আমাকে উচিত নহে ভক্তবৎসল ॥
রাজ্যভোগ কখন নাহিক মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে ॥
যুক্তি নহে সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুন ল'য়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ মম বাক্য না কর লঙ্ঘন ॥

তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি ।
তুমি রাজা হৈলে আমি পাইব পীরিতি ॥
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে ।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে ॥
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর ।
শুনি আনন্দিত হ'ল বীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার ।
শুনি আনন্দিত হয় মাদ্রির কুমার ॥
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে ।
ত্বরা করিলেন সবে হস্তিনা গমনে ॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন ।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যত জন ।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন ॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ ?
পাণ্ডব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ ॥
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন ।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন ॥
পড়িল ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত ।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হৈল ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি ।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি ।
জ্যেষ্ঠতাত-শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবনে ।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে ॥
দ্রোপদী মরিবে পঞ্চপুত্র বিবর্জ্জিতা ।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট দুহিতা ॥
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার ।
আর কিছু নাহি বল দৈবকী-কুমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি ।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ আশা আমি বাড়াইনু মনে ।
নাশ হৈল কুরুকুল আমার কারণে ॥
রাজ্যলুব্ধ হ'য়ে আমি হইনু দুরন্ত ।
ভীষ্ম হেন পিতামহ করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মান ।
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথ হৈতে যখন পড়িল ভীষ্মবীর ।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত ।
হেন পিতামহে মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাব বন ॥
তবে ব্যাস প্রবোধ দিলেন নরবরে ।
শুন ধর্ম্ম, শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি ।
গতজীবে শোক কৈলে বাড়ে যত বৈরী ॥
যথায় সংযোগ, তথা বিয়োগ অবশ্য ।
সলিলের বিম্ব যেন সংসার রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ যেন অবশ্যই লোক ।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা শুন নরপতি ।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
ইহাতে বিবাদ কেন শুনহ রাজন ।
পুনঃ পুনঃ আপনি কহেন নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস ।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥
সংসার প্রসঙ্গে সেই কথা মুনিগণে ।
সনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা সনকের স্থানে ।
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর ভাই শুন সর্ব্বজন ।
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমন প্রকারে ।
খণ্ডন না হয় সেই জনমিলে মরে ॥
আপনার কর্ম্ম হেতু মরয়ে আপনি ।
চিরজীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি ॥
প্রথম বয়সে কেহ, কেহ মধ্যকালে ।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে ॥

বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম অনুরূপ জান' পাণ্ডুর নন্দন ॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
আত্মঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সান্নিপাতে।
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ মাতঙ্গ হইতে ॥
যাহার যেমত কর্ম্ম তার সেই গতি।
হেতু মাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি ॥
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল পেলে মরে ॥
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় নিতি নিতি।
কাল প্রাপ্তে সে ও মরে শুন নরপতি ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হৈলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার ॥
অতি দুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
এ সব ঈশ্বর-আজ্ঞা কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি ॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান ॥
কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে।
শুন নরপতি সে ও কাল পেলে মরে ॥
কিন্তু ধর্ম্ম পথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিত পাপ পথে নাহি দিবে মন ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরিতে বেদের বিধান।
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন সাবধান ॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার ॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যথা হয় পরিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত ॥
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মানে।
অগাধ সলিলে মৎস্য থাকয়ে বন্ধনে ॥
বনে চরে মৃগ, কারে না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বর-লীলা তাহার মরণ ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ জানাই তোমারে।
কর্ম্মক্ষয় হৈলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে ॥

ছাওয়াল অকর্ম্মা থাকে বাক্য না সরে।
ভোগ না সমাপ্তি হৈতে কেন সেই মরে ॥
ইথে কি তোমার, শোক কেন কর বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা ॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথ্বী দিলেক দ্বিজেরে।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নরবরে ॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তাহা বল আছে কোথা ॥
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলিন।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয় কে কোথায় রয় ॥
সেই মত জানিবা বান্ধব সমাগম।
জ্ঞানবান লোকে তাহা না করয়ে ভ্রম ॥
নারীগণ গীতবাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হ'য়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন ॥
পিতৃ মাতৃ দেখহ যতেক পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নহে কার ॥
কত জন্ম মরণ, নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয়, রমণী জননী ॥
পুত্র হ'য়ে পিতা হয়, পিতা হয় পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর-লীলা কর্ম্ম মাত্র সূত্র।
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে ॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজকর্ম্ম গুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে ॥
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে।
কোথা হ'তে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে ॥
ক্ষণেক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা ॥
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব।
কে বুঝে ঈশ্বর-লীলা কাহাকে কহিব ॥
কুম্ভকার চক্রে যেন দিবানিশি ভ্রমে।
সেইমত জানিহ বান্ধব সমাগমে ॥
ভাস্করের গতায়াতে দিন হয় ক্ষয়।
সংসার-কর্ম্মেতে থেকে চৈতন্য হারায় ॥
জন্ম জরা মরণ দেখিতে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয় ॥

যখন জন্ময়ে লোক এইত সংসারে।
তখন আইসে প্রাণী যম অধিকারে॥
রসিক জনাতে যেন সেবে মহারস।
জরা জীর্ণ সুখে থাকে নহে মৃত্যুবশ॥
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বীর সনে;
শুন যুধিষ্ঠির তারে হ'রে লয় যমে॥
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারি।
কি লাগিয়া পর লাগি শোক ক'রে মরি॥
এত সব তত্ত্ব কথা সনক কহিল।
অস্ত্র নামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির শুন নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কেমনে পাইবে রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে॥
দেশান্তরী হ'য়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে॥
বিরাট নগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম কহিব কতেক॥
হেন রাজ্য ত্যজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাও পুনঃ শুন যদুবীর॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে আপনি বুঝাও শ্রীনিবাস॥
বিক্রম করেছি যত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাও ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি॥
সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম॥
রাজ্য করিবারে প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়॥

রাজ্য ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া, নৃপে বুঝাও আপনি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসেন আপনি।
যুধিষ্ঠির হাতে ধরি কহেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে পাবে হেন না হয় রাজন॥
সেব্যমান উদ্বেগে কলহ কণ্ডু বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারে ছাড়ে॥
আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয়ে কহিল।
তবেত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল॥
হিতকথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেহ উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রাজা তাঁরে না দেন উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিবা শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর চিতে।
শোক নিবারিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
দূর কর মৃত্যুশোক হও দণ্ডধারী॥
ধর্ম্মকথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবে শান্ত কর মন॥
গঙ্গা হৈতে জাত ভীষ্ম শান্তনু তনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হৈতে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের নন্দন।
পরশুরাম হৈতে পাইল অস্ত্রগণ॥

ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিল সভাসদ ॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
তিনি সব ঘুচাবেন তোমার সংশয় ॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল ॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন ॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কাঁদে প্রজালোকে ॥
অবশেষ যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরীতে শীঘ্র করেন গমন ॥
দিব্যরথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চলেন দুইজন।
সহদেব নকুল রথেতে আরোহণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে সব জনে ॥
কুন্তী ও গান্ধারী আদি নারীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সবে চাপিলেক রথ ॥
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায় ॥
থাক্ কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন ॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই সে সবাকে।
সাত্যকি চাপিল রথে হরষিত চিতে।
কোলাহল করিয়া চলেন হস্তিনাতে ॥
ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে প্রীত।
তাহা দেখি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত ॥
শীঘ্রগতি দ্বারী গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম আগমন জানাইল সবাকারে ॥
দূতমুখে সম্বাদ পাইল পাত্রগণ।
সবে মেলি করে তবে নগর সাজন ॥
চান্দোয়া চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে ॥
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি ॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে ॥
রাজমার্গ সুসংস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে ॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল ॥
বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥
অপূর্ব্ব ভারত-কথা পুরাণ প্রধান।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হৈল সমাধান ॥

নারীপর্ব্ব সমাপ্ত।

রাহুত মাহুত নানা, সঙ্গে ল'য়ে নানা সেনা,
মহা হস্তী সব যূথে যূথে ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে ল'য়ে পরিবার,
বাদ্য কোলাহলে যদুপতি ।
গেলেন ভীষ্মের স্থান, দেখি ভীষ্ম মতিমান,
আদর করেন সবা প্রতি ॥
যাঁর যেই যোগ্যাসন, বসিলেন ক্ষত্রগণ,
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে ।
একভিতে বিপ্রগণ, পাতি দিব্য কুশাসন'
আনন্দে বসিল সেই স্থানে ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি, চিত্তে দুঃখ হ'য়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ সহ শোকমনে ।
লোটায় ধরণীপরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,
বসিলেন বিষণ্ণবদনে ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করে ভীষ্ম মহাজন,
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য সর্ব্বজনে ।
দেখিয়া অমরগণ, প্রশংসিল সর্ব্বজন,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

———

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন ।

ভীষ্মেরে কহিল পরে রাজা যুধিষ্ঠির ।
তোমার বিয়োগে চিত্ত নাহিক সুস্থির ॥
আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে ।
রাজ্য হেতু প্রহার করেছি আপনারে ॥
পাপী আমি নরাধম অতি দুরাচার ।
জ্ঞাতিবধ করিয়া পাতক কৈনু সার ॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয়া ।
করিলাম বেদশাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া ॥
কল্পতরু পিতামহ আপন বিনাশ ।
করিলাম বধিয়া ধনের অভিলাষ ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু আদি সুহৃদ সুজন ।
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজগণ ॥
কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লিক নৃপতি ।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি ॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু ॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে ।
আমা হেন পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে ॥
রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর ।
অনশন করিয়া নাশিব কলেবর ॥
রাজ্যপদে কার্য্য মম নাহি প্রয়োজন ।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন ॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন ।
যোগবলে আত্মা আমি করিব নিধন ॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন ।
ক্রন্দন নিবৃত্ত ভীষ্ম বলেন বচন ॥
শোক দূর কর রাজা, স্থির কর মন ;
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ ॥
সহস্রেক ফল শান্তিপর্ব্বের কথন ।
শান্তিকথা কহি শান্ত হইবে রাজন ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হ'বে ক্ষয় ।
মহাযোগ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্র বিজয় ।
হৃদয় সুস্থির করি শুন মহাশয় ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন ।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন ॥
কে কারে মারিতে পারে, কার কি শকতি ;
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্ম্মগতি ॥
কর্ম্মবন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে ।
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হ'তে ॥
পাপেতে পাপীর পাপ বৃদ্ধি হয় নীতি ।
যেন পাপ অর্জ্জে তেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জ্জয় ।
কালদণ্ডে যমরাজা তাহারে পীড়য় ॥
সহস্র শতেক আছে যমের যাতনা ।
তাহাতে মরয়ে লোক না জানে আপনা ॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা ।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা ॥

ধনমদে মত্ত হ'য়ে বস্তু নাহি মানে।
নিকটে অন্তকপুর দুর্জ্জনে না জানে ॥
পাপ করি ধন অর্জ্জে চুরি হিংসাবাদ।
না জানে দুর্জ্জন জন আপনা প্রমাদ ॥
সর্ব্বত্র সমান মৃত্যু না জানে দুর্ম্মতি।
ধর্ম্মশাস্ত্র মানে, যার আছে, ধর্ম্মে মতি ॥
অন্তকালে পাপভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান ॥
অসার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন ॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহারে ভকতি কৈলে পাপ বিমোচন ॥
জন্মিলে মরণ সে অবশ্য পায় লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক ॥
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহরি রাজা মন কর স্থির ॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয়।
করাযাড়ে জিজ্ঞাসিল কহ মহাশয় ॥
মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন ॥
মৃত্যু বলি কোন্ জন এ তিন ভুবন।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করয়ে নিধন ॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু, হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংসারে হরে বড় বড় জনে ॥
যম বলে কাহারে সে ধরে কোন বেশ।
কোন্ ব্যবসায় করে, থাকে কোন্ দেশ ॥
ভীষ্ম বলিলেন, বলি শুনহ রাজন।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন ॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন ॥
সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ না মরয়।
পৃথিবী না সহে ভার রসাতলে যায় ॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব নামে এক করিল উৎপত্তি ॥
স্বায়ম্ভুব পুত্র হৈল রুচি মহাশয়।
ভরতাদি সপ্ত হৈল তাহার তনয় ॥
সপ্ত পুত্রে সপ্ত দ্বীপে দিল অধিকার।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন ভরত-কুমার ॥
জ্যেষ্ঠপুত্রে জম্বুদ্বীপ দিল অধিকার।
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার ॥
প্লক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির ॥
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।
অনাহারে বাতাহারে মুদিত লোচন ॥
এইরূপে রহে ষাটি সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা দিতে আসিলেন বর ॥
না লইল বর সেই রহিল মৌনেতে।
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে ॥
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর।
নেত্রানলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর ॥
সেইত' অসুর জম্বুদ্বীপেতে ব্যাপিল।
সহিতে না পারি ভার পৃথিবী কাঁপিল ॥
ব্রহ্মারে সদনে পৃথ্বী গুহারি করিল।
পৃথ্বী সম্ভাষিয়া তাঁর ভাবনা হইল ॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল তথি ॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে লভিল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম ॥
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্ব জীবে আমি করিব নিধন ॥
একজন না রাখিব পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করিব সংহার ॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর ॥
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে।
ব্যাধিরূপ হ'য়ে কর জীবের নিধনে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার ॥

চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যমরাজা চলিল তখনে ॥
পুরী চতুর্দ্দিকে তার অপূর্ব্ব রচন।
তার কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
দেবঋষি সন্ন্যাসী যে মরে নৃপবর।
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের নগর ॥
পশ্চিম দুয়ার হয় অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল ॥
সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন ॥
পূর্ব্বদ্বারখানি দেখি পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্যদ্রব্য পরম সুন্দর ॥
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামী ল'য়ে পূর্ব্বদ্বারে করয়ে গমন ॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায় ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি ॥
মস্তকে মারায়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার ॥
পার হ'তে আছে ভয়, শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি ॥
ঠাঁই ঠাঁই একেশ্বর হৈতে হয় পার।
শৃগাল কুকুরে খায় ঘোর অন্ধকার ॥
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন সাবধানে ॥
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে গ্রাসে পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর ॥
স্বামীবাক্য নাহি মানে, স্থাপিত হরণ।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥
তাহারে ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে ॥
মহাকুণ্ড নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত ॥
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়য় তাহে নরক পীড়য় ॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিম্বা সুবর্ণ হরিলে ॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা হরয়ে শাসন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন ॥
যে মহারৌরব নাম নরক বিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ ॥
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন ॥
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
একে একে নরক ভুঞ্জয়ে বহুকালে ॥
সংক্ষেপে জানহ যমপুরীর কথন।
কহিব ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন ॥
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় সবাকার কহিব বিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্বধর্ম্ম ফল লভে নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্র অভীষ্ট লাভ সর্ব্বত্রে বিজয় ॥
অন্তকালে গতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের উত্তর ॥
কাশীরাম দেব চিত্ত গোবিন্দ-চরণে।
একচিত্তে একমনে শুনে সর্ব্বজনে ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মহাত্ম্য কথন।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণ।
ধর্ম্মিলোক ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমন ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয় ॥
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত তাঁহার পুরী না যায় বর্ণনে ॥
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুত পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥

দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নরায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সেখানে ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেইজন।
বিষ্ণু তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন ॥
সর্ব্বদ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ ॥
নবঘনশ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারী।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারী ॥
সম্ভাষ করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে।
পাপ পুণ্য বিচার করয়ে সেই কালে ॥
যোগ ধর্ম্ম সাধিয়া ভজয়ে নারায়ণ।
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পূজন ॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ ॥
যমেরে প্রণমি, রথে করি আরোহণ।
দেব তুল্য হ'য়ে, করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
জলদান অন্নদান করে যেই জন।
আত্ম তুল্য অতিথিরে করয়ে সেবন ॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন ॥
তাম্বুল গুবাক দান করে যেইজন।
দিব্যরথে যায় সেই যমের ভবন ॥
ঘৃত দান করে দ্বিজে করে অন্নব্রত।
যমের নগরে যায় আরোহিয়া রথ ॥
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেইজন।
বৃত্তিদান দিয়া যেই তোষেন ব্রাহ্মণ ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে ॥
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণে।
পিতৃ-অঙ্গ দেব-অঙ্গ করে নিরীক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে।
ইন্দ্র আদি দেব পূজা করে শুদ্ধচিত্তে ॥
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে।
দিব্যরথে চড়ি যায় যমের পুরেতে ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জয়ে আপনি যমরাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে ॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায়।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ হ'য়ে যমপুরে যায় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিতে কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদরে।
যাঁর নাম শ্রবণে অশেষ পাপ হরে ॥
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারণে তাহা নর না করে সাধন ॥
শুনহ গোবিন্দ-তত্ত্ব কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহে লোক মানে পরাজয় ॥
পরদ্রব্য হরে, করে হিংসা পরদার।
চুরি হিংসা করিয়া পোষয়ে পরিবার ॥
বিপ্রে দান দেয় কিন্তু মনে অহঙ্কারে।
অতিথির পূজা নাহি করে পুরস্কারে ॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হ'য়ে।
প্রকার প্রবঞ্চ করে মন্দ মিথ্যা ক'য়ে ॥
এইমতে যত পাপ করয়ে অর্জ্জুন।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি, বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ ॥
কান্দয়ে যতেক পাপী, করি হাহাকার।
মস্তক উপরে করে মুদ্গর প্রহার।
এইরূপে পাপ ভোগ করে পাপিগণ।
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেখ নিরঞ্জন।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদের বচন ॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন।
শীঘ্রগতি গেলেন যেখানে পদ্মাসন ॥
করযোড়ে স্তুতি নতি অনেক করেন।
তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা নারদেরে জিজ্ঞাসেন ॥
কি হেতু এ সত্যলোকে তব আগমন।
অসন্তোষ চিত্ত তব দেখি কি কারণ ॥
সুরলোকে কিবা পরমাদ হইয়াছে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অসুর হ'রেছে ॥

অসুরের পীড়া কি হ'য়েছে দেবলোকে ।
কিবা হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুঃখে ॥
এত শুনি কহিল নারদ তপোধন ।
আমার চিত্তের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥
যত ভাবিলাম চিত্তে দিতে নাহি সীমা ।
জানিতে না পারি হরিনামের মহিমা ॥
বেদশাস্ত্র বহির্ভূত মন অগোচর ।
এই হেতু ভাবিয়া হ'য়েছি চিন্তান্তর ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন ।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন ॥
সংসারের পতি তুমি সবার ঈশ্বর ।
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর ॥
সে কারণে আসিলাম ত্বরিত হেথায় ।
নামের মহিমা তুমি কহিবা আমায় ॥
তোমা বিনা অন্যজন কহিতে না পারে ।
এত শুনি হাসিয়া কহেন ব্রহ্মা তারে ॥
জগতের এক আত্মা সেই নিরঞ্জন ।
কে করিতে পারে তাঁর নাম নিরূপণ ॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর ।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর ॥
শিবের সদনে তুমি করহ গমন ।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন ॥
এত শুনি আনন্দিত হ'য়ে তপোধন ।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন ॥
দণ্ডবৎ করি হরে করিছেন স্তুতি ।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নী-পতি ॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ অবতার ।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর ॥
সে কারণে আসিলাম তোমার সদন ।
কহিবে আমাকে তুমি নাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ত্রিলোচন ।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন ॥
সমুদ্রলহরী যেবা গণিবারে পারে ।
পৃথিবীর রেণু যেবা গণে এ সংসারে ॥
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ ।
শীঘ্রগতি তার স্থানে করহ গমন ॥
এত শুনি হর্ষচিত্তে করিয়া প্রণতি ।
ত্বরিতে গেলেন যথা ত্রিদশের পতি ॥
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন ।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ ॥
গেলেন সত্বর যথা লক্ষ্মী নারায়ণ ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন ॥
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর ।
জগতনিবাসী জয় জগতের পর ॥
অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা ।
শিষ্টের পালন দুষ্ট ভঞ্জন গরিমা ॥
সৃজন পালন অংশ যাহার প্রকৃতি ।
অখিল কারণ অজ অখিলের পতি ॥
নমো নমো দিব্য মৎস্য পূর্ণ অবতার ।
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাতা বেদের উদ্ধার ॥
নমো নমো অবতার দিব্য অসিমুখ ।
হিরণ্যাক্ষ বিদার পৃথিবী উদ্ধারক ॥
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমো মধুহারী ।
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী ॥
নমো রঘুকুলোনাথ রাবণ অন্তক ।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার-পালক ॥
এরূপে নারদ করিলেন বহু স্তুতি ।
তুষ্ট হ'য়ে তাঁহারে কহেন লক্ষ্মীপতি ॥
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার ।
কোন হেতু হেথায় করিলা অগ্রসর ॥
ভক্তের অধীন আমি ভকত জীবন ।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন ॥
মনোহর রূপ আমি মন-অগোচর ।
কাহাতে নির্লিপ্ত আমি কাহে ভিন্ন পর ॥
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ ।
সে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস ॥
আত্মারূপে আমার প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে ।
অন্যজন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে ॥
ভক্তের অধীন থাকি ভকত সহিতে ।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ আমি করি অনুক্ষণে ।
কহ মুনি আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে ॥

নারদ বলেন তুমি আমার আধার।
সে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার॥
যদি বর দিবা এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাই আমি যেন অনুক্ষণ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্ল্লভ নাম জগত নিস্তার॥
ইহার মহিমা দেব কহিবা আমারে।
শুনিয়া মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সঞ্জীবনীপুরে তুমি করহ গমন॥
মম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিতগমনে যাহ তাঁহার সমাজ॥
নামের মহিমা তিনি করেন আমার।
তাহা শ্রুতমাত্র ভ্রম খণ্ডিবে তোমার॥
এত শুনি আনন্দিত হ'য়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত ভবন॥
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্যজন॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি শ্যাম কলেবর।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র সুরঙ্গ অধর॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মহামতি॥
নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ।
কহিবা আমাকে কৃষ্ণনাম নিরূপণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি॥
হরিনাম মহিমা পাইবা সেইখানে।
তবে সে তোমার ভ্রান্তি না থাকিবে মনে॥
এত শুনি হাসিয়া গেলেন তপোধন।
পুরীর পশ্চিমদিকে করিলা গমন॥
দেখেন যমের পুরে পাপীর তাড়ন।
কৃমিহ্রদ সারি সারি অদ্ভুত গঠন॥
সেখানে নারদ দেখিলেন ভয়ঙ্কর।
উষ্ণজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার॥
কোনখানে করে পাশে পাপীরে বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ॥
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে।
মস্তকে মুদগারাঘাত করে দূতগণে॥
কোনখানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে ঘনে।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণে॥
এইরূপ প্রহারে ব্যাকুল পাপিজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন॥
গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর।
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর॥
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্র সবাকার পাপমুক্ত হৈল॥
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজিয়া হইল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গধামে যায়॥
অশেষ বিশেষ স্তুতি করে মুনিবরে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ পাপী চলিল সত্বরে॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।
অপার মহিমা হরিনামের কথন॥
জয় জয় নামরূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় অজ ঈশ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করে তপোধন।
আনন্দেতে যথাস্থানে করেন গমন॥
ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন॥
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিসর॥
উত্তরে যমের দ্বার পরম সুন্দর॥
স্থানে স্থানে উদ্যান বিচিত্র মনোহর।
নানাবিধ পসরা শোভিত থরে থর॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত আর॥
পথে পথে স্থানে স্থানে দেব দ্বিজগণ।
সম্মুখ সমর করি মরে যত জন॥

যোগাসনে নিজ দেহ করিয়া দাহন।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন ॥
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে।
যম ধর্ম্মরাজে গিয়া ভূমি লুটি বৃন্দে ॥
সেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নী সঙ্গে করি সদা থাকিয়া বিমানে ॥
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে-দিনে ॥
অনন্তর মহীতলে লভয়ে জনম।
সেই নারী পতি মাত্র করয়ে সম্ভ্রম ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

ভদ্রশীল ও ধনুর্ধ্বজের উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বার বড়ই অদ্ভুত ॥
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
সবাহিত হ'য়ে আমি বলিব তোমাকে ॥
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি ॥
যজন যাজন বেদ করি অধ্যয়ন।
নানামতে অর্জ্জিল নানারূপ ধন ॥
ধনুর্ধ্বজ নামে এক শ্বপচকুমারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে ॥
পূর্ব্বেতে অবন্তী নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হ'য়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকু বংশের গুরু শান্তি তপোধন ॥
সুবন্তী অবন্তী তাঁর দুইটি নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুইজন ॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তী কুমার।
দুরাত্মা অবন্তী হৈল মহা পাপাচার ॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে, হরে পরদার ॥
বহুমতে সুবন্তী করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে সুবন্তী শাপিল সেইক্ষণ।
না শুনিলে মম বাক্য করিলে হেলন ॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইবে।
অনন্তরে যমদূত হইয়া জন্মিবে ॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
এত শুনি অবন্তী হইল ক্রুদ্ধমন ॥
দণ্ডক কাননে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন ॥
অনাহারে আপনি ত্যজিল কলেবর।
সেইত অবন্তী হৈল শ্বপচকুমার ॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যতন পূর্ব্বক রাখে গোধনের পাল ॥
তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণে তুষিল নিজগুণে ॥
কতদিনে সর্পের দংশনে সে মরিল।
শুনি ভদ্রশীল দ্বিজ শোকার্ত্ত হইল ॥
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপ দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুর্ধ্বজ হৈল যমের কিঙ্কর।
একদিন ধনুর্ধ্বজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল নামেতে বৈশ্য আনিবারে যায় ॥
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন ॥
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলা কোথায়।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ আইলা ধরায় ॥
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলে জীবন ॥
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর ॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলেন বচন।
সেই ধনুর্ধ্বজ আমি শ্বপচনন্দন ॥

নিজ কর্ম্মফলে হই যমের কিঙ্কর ।
পূর্ব্বে তুমি আমারে পালিলে বহুতর ॥
নমো জগৎগুরু ব্রহ্ম প্রণতপালন ।
নমস্তে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পতিত-তারণ ॥
কৃপা করি দিলা মম গোধন রক্ষণে ।
পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন না হল সে কারণে ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন ।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি যমের কথন ॥
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে ।
কিরূপেতে তনু ত্যাগ করে আরবারে ॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার ।
কিরূপেতে কর্ম্মভোগ করায় তাহার ॥
দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে ।
ঋতুর সংযোগে জন্ম জনক ঔরসে ॥
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বদ্বুদ প্রমাণ ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান ॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ।
হস্ত পদ নাহি মাংসপিণ্ডের সমান ॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি ।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদাকৃতি ॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম ।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম ॥
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে ।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে ॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয় ।
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময় ॥
মায়ের ভোজন-রসে বাড়ে দিনে দিনে ।
অষ্টমাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে ॥
জন্ম-জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ ॥
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন ।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার ।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার ॥
এইবার জন্মি প্রভু ভজিব তোমারে ।
জ্ঞানদাতা জ্ঞান নাহি হরিও আমারে ॥
এইরূপ দশমাস অবধি নির্ণয় ।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয় ॥
জ্ঞানহত হবা মাত্রে করয়ে রোদন ।
জননীর স্তনপানে বাড়ে অনুক্ষণ ॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয় ।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈল আয়ু যায় ক্ষয় ॥
অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে ।
যৌবনে মরয়ে কেহ অধর্ম্মের ফলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে ।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে ॥
সর্ব্বকালে আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান ।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব একই সমান ॥
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুত দার ।
মৃত্যুকালে বেড়িয়া কান্দয়ে পরিবার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া তাহার আচরণ ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করয়ে তাড়ন ॥
যাহা করে তাহা ভোগ নাহিক এড়ান ।
সংক্ষেপে কহিনু জীব কর্ম্মের বাখান ॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে দ্বিজবর ।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর ॥
কেমন যমের পুরী দেখাবে আমারে ।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে ॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার ।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥
যত পিতৃ-পিতামহ-ঋণে বদ্ধ আছ ।
আপনি যতেক ঋণ লোকেরে দিয়াছ ॥
ক্রমে ক্রমে সব ঋণ করহ শোধন ।
তবে সে লইতে পারি যমের সদন ॥
ঋণগ্রস্ত জনের না হয় তথা গতি ।
যদি বা তথায় যায় ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন ।
আজি আমি সর্ব্বঋণ করিব শোধন ॥
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে ।
পুনরপি তোমাকে পাইব কোন্ স্থানে ॥

দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে অঋণী ।
খট্বাতে গৃহের মধ্যে শুইবে আপনি ॥
দুয়ারেতে খিল দিয়া করিয়া শয়ন ।
সুত দারা সবাকে করিবে নিবারণ ॥
পুনঃ পুনঃ সবাকে কহিবে এই বাণী ।
তিন দিন গত হলে ঘুচাবে খিলনি ॥
ইতিমধ্যে যদি কেহ ঘুচায় দুয়ার ।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার ॥
এইরূপে সবাকারে কহিবে বচন ।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণ ।
আনন্দেতে দ্বিজ গৃহে করিল গমন ॥
পিতা-পিতামহ হৈতে যত ঋণ ছিল ।
ক্রমে ক্রমে ভদ্রশীল সকল শুধিল ॥
আপনিও যত ঋণ দিয়াছিল লোকে ।
সর্ব্বলোকে বলিলেক পরম কৌতুকে ॥
যার ধারি লহ ঋণ যেবা ধার' দেহ ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ ॥
এইরূপ সর্ব্বলোকে কহিয়া বচন ।
ক্রমে ক্রমে যত ঋণ করিল শোধন ॥
অঋণী হইল দ্বিজ আনন্দিত মন ।
দারাসুত সবাকারে কহিল বচন ॥
তিন দিবসের মত শুইব গৃহেতে ।
কদাচিত কেহ মোরে না যাবে তুলিতে ॥
যদ্যপি আমার বাক্য করহ অন্যথা ।
তবেত আমার মৃত্যু না হয় সর্ব্বথা ॥
এতেক বচন দ্বিজ কহি সুত দারে ।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে ॥
দ্বিজে সত্য করি দূত সুস্থ নাহি মনে ।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের সদনে ॥
এত বলি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন ॥
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কিরূপেতে ।
ইহার বিধানে দেব কহিবে আমাতে ॥
শুনিয়া কহেন হাসি ভীষ্ম মহাশয় ।
কীর্ত্তিমন্ত নামে এক বৈশ্যের তনয় ॥
সুশীল তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে ।
তার সম ধনে বৈশ্য নাহি পৃথিবীতে ॥
তড়াগ পুকুর বিল দিল শত শত ।
লিখনে না যায় দ্বিজ দান দিল যত ॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে ।
দানকালে এক দ্বিজে চাহিল ক্রোধেতে ॥
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া না চিনে ।
ধনে মত্ত হ'য়ে চাহে সক্রোধ নয়নে ॥
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছু না লইল ।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল ॥
দান দিয়া ক্রোধ মোরে কর পুনর্ব্বার ॥
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল তপোধন ।
বিরস বদন হৈল বৈশ্যের নন্দন ॥
একদিন নিত্যকৃত্য হেতু সন্ধ্যাকালে ।
গোষ্ঠ দিয়া যায় বৈশ্য রেবা নদীকূলে ॥
দৈবযোগে ষণ্ড এক বিক্রম করিয়া ।
বৈশ্যের হরিল প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া ॥
যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিঙ্কর ।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর ॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে ।
তোমা হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে ।
তুমি পুণ্যবান, দান করিলে বিস্তর ।
তড়াগ পুষ্করিণী কূপ দিলে বহুতর ॥
দেবঋণে পিতৃঋণে হইলে মোচন ।
নানা যজ্ঞ করি আরাধিলে পদ্মাসন ॥
কিছুমাত্র তব পাপ আছে হৃদিমাঝে ।
ক্রোধদৃষ্টে তুমি চাহি ছিলা এক দ্বিজে ॥
যাহা অর্জ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন ।
পাপ পুণ্য দুই ভোগ নাহিক মোচন ॥
এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন ।
অল্প আছে যদি পাপ করিব ভুঞ্জন ॥
যম বলিলেন পড় হ্রদের ভিতরে ।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর শরীরে ॥
দেবল ঋষির সঙ্গে হৈলে দরশন ।
তবে পাপভোগ তব হইবে খণ্ডন ॥

এত শুনি হ্রদমধ্যে পড়ে সেইক্ষণে।
গ্রাহরূপী হইয়া রহিল কতদিনে॥
রামহ্রদ নামে সেই পুণ্য তীর্থবর।
কুম্ভীর শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর॥
নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন।
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ॥
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ পরশয়।
কত দিনে আইল দেবল মহাশয়॥
স্নান করি হ্রদে তপ করে তপোধন।
হেনকালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ॥
মুনির পরশ মাত্র দিব্যমূর্ত্তি হৈল।
দেব পূজ্যমান হ'য়ে স্বর্গেতে চলিল॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি॥
অতঃপর কহ দেব দ্বিজের কথন।
কিরূপে যমের সভা করিল দর্শন॥
ভীষ্ম কন শুন কহি ধর্ম্মের নন্দন।
যতেক দেখিল তাহা না হয় বর্ণন॥
দক্ষিণ দুয়ারে ল'য়ে গেল দ্বিজবরে।
দেখিয়া যমের পুরী বিস্ময় অন্তরে॥
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত শত।
লিখনে না যায় পাপী তাহে আছে যত॥
কোন স্থানে উষ্ণজল বহে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে স্নিগ্ধজল আছে থরে থর।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর॥
কৃমি হ্রদ কোন স্থানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষারজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে বৃষ্টি শীতে কাঁপে কলেবর।
কোন স্থানে অগ্নিবৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর॥
কোন স্থানে দূতগণ ভয়ঙ্কর কায়।
যতেক দুর্গতি করে লিখন না যায়॥
হাতে পায়ে বান্ধিয়া আনয়ে কোনজনে।
প্রহারে পীড়িত তনু কাতর রোদনে॥
এইরূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা॥

দেখি সবিস্ময় হইলেন তপোধন।
পুরীর দুয়ারে তবে করিল গমন॥
দ্বার পার হ'য়ে চলিলেন তপোধন।
মনে করে যমেরে করিব দরশন॥
কোন মূর্ত্তি ধরে যম কেমন বরণ।
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন॥
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
যমের কিঙ্করী আসি মরিয়া হইল॥
দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলাখানি।
হাটে তার ঠাঁই ল'য়েছিল দ্বিজমণি॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা ল'য়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার শুধিতে নারিল॥
দুইবার তিনবার দ্বিজস্থানে গেল।
ধারিয়া না দিল তারে মনে পাসরিল॥
দৈবযোগে দেখা তার ডোমনী পাইল।
ধাইয়া সত্বরে আসি বসনে ধরিল॥
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই ভদ্রশীল তুই পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি মম ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল পাবে এই কালে॥
ভাল চাহ যদি তবে যাহ কড়ি দিয়া।
নতুবা তোমার আত্মা লইব কাড়িয়া॥
দ্বিজ বলে হেথা আমি কড়ি কোথা পাব।
ছাড়ি দেহ, কড়ি ঘর হৈতে আনি দিব॥
ভাবিয়া ডোমনী বলে নাহিক এড়ান।
কড়ি দেহ, নহে তোমা লইব পরাণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল ফাঁপর।
ক্রোধে ধনুর্ধ্বজ দূত করিল উত্তর॥
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে।
যে কালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলা এথারে॥
পাঁচ গণ্ডা ধার যদি ধারহ কাহার।
তবে সে প্রমাদ দ্বিজ হইবে তোমার॥
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলে তখন।
যত ধার আছে তাহা করিব শোধন॥
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু পুরাণে বাখানে।
এমত তোমার আছে জানিব কেমনে॥

নাহিক এড়ান তব হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণে।
পাসরিয়া ছিনু এত জানিব কেমনে॥
তবে ধনুধ্বজ দূত ভাবে মনে মন।
ডোমনীরে চাহি বলে বিনয় বচন॥
না করিহ বধ, ছাড়ি দেহ গো ব্রাহ্মণে।
দ্বিজবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥
দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব দ্বিজমণি॥
কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইক্ষণে দ্বিজবর দিউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
দেহ মোরে কুলার প্রমাণ এইক্ষণ॥
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জন।
তাহারে আনিতে পার আমার সদন॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিন্তেতে আকুল হ'য়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞান করিলেক ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তারে।
ত্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে॥
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী।
নমঃ হয়গ্রীব রূপ নমঃ মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পৃথিবী ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারি রূপ দেব নরাকার॥
ক্ষত্র কুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণ নমো নমো জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রূপ সর্ব্ব দেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলগতি॥
তুমি ব্রহ্ম তব মুখে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরে হৈল বৈশ্যজাতি॥
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন॥
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ মহা বিপদে প্রভু করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড়হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥
ভক্তের অধীন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন॥
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদপর॥
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিল নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিল বচন॥
ব্রাহ্মণ আমাতে কিছু নাহি ভেদ লেশ।
সে কারণ নাম আমি ধরি হৃষীকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন॥
যদি বর দিবা প্রভু দেহত আমায়।
জন্মে জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু যেন না হয় সম্ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুধ্বজ দূতে করহ তারণ॥
কেশিনী ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥

এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর॥
ভক্তে যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরে চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ সে রূপ ধরেন।
ধনুধ্বজ দূতে চাহি তবে কহিলেন॥
যাও শীঘ্র ল'য়ে দ্বিজে রাখ নিজ স্থানে।
ডোমনীর বোধ আমি করিব এক্ষণে॥
এত শুনি ধনুধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি লইয়া আইল দ্বিজবরে॥
ধনুধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর স্থানেতে করিলেন গমন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিব ত তোমারে॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্ময় অন্তর॥
স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড়কর।
কি হেতু করিলে হেন কর্ম্ম গদাধর॥
ব্রাহ্মণ কারণ প্রভু নিজ চর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কিছু না কহিলে॥
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
সে কারণে আপদে করিলাম উদ্ধার॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমিনী করিল।
হেনকালে শূন্য হৈতে বিমান আইল॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল॥
ভৃঙ্গার হাতেতে করি বহির্দ্দেশে যায়।
হেনকালে অশ্বত্থ বৃক্ষেতে দৃষ্টি হয়॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া॥
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন॥
তাহারে পাপের বাধা নাহি কোনকালে।
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কর্ম্মফলে॥
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র ধনার্থীকে ধন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন॥
মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড়-পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালী॥

পাপ বিশেষে নরক বিশেষ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুর করিলা বাখান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে ল'য়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর॥
তারপর জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম॥
অনন্তরে নরজন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র সহস্র সূচি করিয়া দাহন।
দুই চক্ষু তারায় বিন্ধয়ে দূতগণ॥

মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেইজন।
তপ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন ॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বদ্ধ হৈয়া।
তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া ॥
সহস্র সহস্র কল্প কোটি শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত ॥
দশ সহস্র পুরুষ সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত ॥
অনন্তরে পায় গিয়া স্থাবর জনম।
কৃমি জন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছজাতি।
অনন্তরে পশু হৈয়া ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
অনন্তরে বিপ্রজন্ম পায় আকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ ॥
শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়ত গর্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুক্কুর সম্ভব ॥
তদন্তরে শত শত শূকর জনম।
বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মূষা জন্ম হয়।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীনজাতি।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি ॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ময়ে ভূতলে।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কালে কালে ॥
বল করি অনাথের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে ॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পশুজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নীতি নীতি ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
অসিপত্র বনে তার হয়ত গমন।
অনন্তর হয় তার রাক্ষস-জনম।
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেইজন।
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়া মন ॥
অন্তকালে যমদূত লৈয়া সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দক্ষিণে ॥
অনন্তরে কালানল মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর ॥
অনন্তর অগ্নি হৈতে তুলিয়া যতনে।
তপ্ত ক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচনে ॥
তদন্তরে ফেলে কৃমি হ্রদের ভিতর।
মাথার উপর মারে লোহার মুদ্গর ॥
পরনারী হরে যেবা বল ছল করি।
তার পাপ কহি শুন ধর্ম্ম অধিকারী ॥
লৌহময় দিব্য নারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি।
যতেক তাহার শাস্তি শুন মহামতি ॥
লৌহের পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
কটাক্ষ মাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া ॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবৎ থাকয়ে কুম্ভপাকের ভিতর ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে পাপিনী ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে যে ব্রাহ্মণে কটু ভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে ॥
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বত উপর ॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্ত পদ চূর্ণ হ'য়ে কান্দে সর্ব্বকাল ॥
অনন্তর ঘৃতে অঙ্গ করিয়া মর্দ্দন।
অগ্নি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ করয়ে দাহন ॥
পরাণে না মারি তারে বহু কষ্ট দিয়া।
অসিপত্র বনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যপুরে হয় পশুযোনি।
শৃগাল কুক্কুর আদি নকুল শকুনি ॥
তদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে বহুলে ॥

পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
শেঁকুল কণ্টক বন অতি ভয়ঙ্কর।
উর্দ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর॥
এইরূপে শত শত অশেষ যাতনা।
যেন তাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণনা॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন॥
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কথন॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তবু শেষ নাহি হয় ধর্ম্ম নৃপবর॥
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাপ ভোগ হয়ত খণ্ডন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম-খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড় চরণে করিয়া নমস্কার।
কাশীদাস কহে শান্তিপর্ব্ব কথা সার॥

ধর্ম্মফল কথন।

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল বরং কলসিতে ভরি॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন॥
সুবোধ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডীন নগরবাসী মহাতপোধন॥
অষ্টভার্য্যা শতপুত্র কন্যা শত জন।
সম্পদবিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত দার॥
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে বুলে তারা করিয়া ক্রন্দন॥
দুঃখিত সন্তান জানি যত পুরজন।
ঘৃণা বাসি ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন॥
যার স্থানে যে বাঞ্ছা করয়ে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী হেতু বলে কটূত্তর॥
এইমত দুঃখে কাল কাটে তপোধন।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন॥
পৃথিবীতে বৃথা জন্ম ধনহীন জনে।
সর্ব্বসুখে হীন নর সম্পদবিহনে॥
কুলীন পণ্ডিত কিবা জন্ম মহাকুলে।
নৃপতি হউন কিবা বলে মহাবলে॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোনজন।
ধন যার থাকে, হয় সর্ব্বত্র পূজন॥
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার।
অন্যের থাকুক দায়, ছাড়ে সুত দার॥
জলহীন সরোবর না হয় শোভন।
ধনহীন পৃথিবীর মনুষ্য তেমন॥
চন্দ্রহীন রাতি যেন সব অন্ধকার।
ধনহীন তেমন না শোভে পরিবার॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা জন্ম শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে॥
ধনবান হৈলে হয় সর্ব্বত্র পূজিত।
ধনেতে সর্ব্বত্র মান বিধি নিয়োজিত॥
পাপী কিম্বা চোর যদি হয় দুষ্টজন।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ।
বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন॥
কেহ কেহ বলে দুঃখ স্থান হৈতে পায়।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়॥
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে শোক হয়।
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্ত্রমত কয়॥
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সে স্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল॥
কৌশল নামেতে রাজা কোশল দেশেতে।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান॥

আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশল নগরে।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে ॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর।
সেই পুণ্যে হৈল স্থিতি স্বর্গের উপর ॥
শতেক বৎসর স্থিতি আনন্দ কৌতুকে।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গে ভুঞ্জে সুখে ॥
অনন্তর ব্রহ্মলোকে হইল গমন।
এক লক্ষ যুগ তথা করিল বঞ্চন ॥
অনন্তর হৈল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি ॥
ব্রাহ্মণের মহিমা বেদেতে অগোচর।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর ॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু অবতার।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার ॥
পদাঘাত খেয়ে স্তুতি করেন সে কালে।
অদ্যাপিও পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্ব কর্ত্তা আদি সনাতন ॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
সাবহিতে শুন রাজা হৈয়া একমন ॥
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ ॥
পৌলস্ত্য পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে ভৃগুচিত্তে বিতর্ক উঠিল ॥
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল ॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন ॥
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি ॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন।
কিহেতু আইলা হেথা ভৃগু তপোধন ॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাহারে।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে ॥
অহঙ্কার কর তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর কেন জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেও দুরাচার।
এই হেতু তোরে আজি করিব সংহার ॥
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিয়া হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে ॥
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হইয়া বিমনা ॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া ॥
কপটে সম্ভাষা না করিল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে ॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠে চলিল তপোধন ॥
তথায় দেখিল হরি খট্বার উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষ্মী পদসেবা করে ॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে ॥
ক্রুদ্ধা হইলেন দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি ॥
ভৃগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদ সেবন করেন পদ্মকরে ॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণ কমলে তব হইল বেদনা ॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন ॥
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্য দেব নমো জগৎপতি ॥
তুমি হে জানহ প্রভু ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা।
সবার ঈশ্বর প্রভু ভক্ত ভয়ত্রাতা ॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
মম অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান ॥
যোড়হাত করিয়া কহেন দামোদর।
কদাচিত চিন্তান্তর নহ দ্বিজবর ॥

পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি সানন্দ হইল তপোধন ॥
নানামত স্তুতি করে প্রভু নারায়ণে।
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞস্থানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা ॥

একাদশীর মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য করে যেই জন ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষগতি লভে শুন যুধিষ্ঠির ॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিবদুর্গা করে আরাধন ॥
ভূমিদান রত্নদান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্ব্ব পূজা করে অন্নদানে ॥
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ ॥
এমত মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবাধনে ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায় ॥
নারায়ণ নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধচিত্তে ॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় বাখান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান ॥
গৃহ ধর্ম্মে থাকিয়া করিবে যেই জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন ॥
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হৈয়া শুদ্ধাশয় ॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন ॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে বলিবে বিবিধ স্তুতিবাণী ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ জয় জগত-জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী নারায়ণ।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জন ॥
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান আদি।
অতিথি ব্রাহ্মণেরে পূজিবে যথাবিধি ॥
দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে সুখে নিয়ম করিয়া ॥
এইমত নারয়ণ ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন একমনে ॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন ॥
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কিছু কহিব কথন ॥
স্বয়ম্ভূ নন্দন হেন ধ্রুব মহাশয়।
শিশুকাল অবধি আরাধে জন্মেজয় ॥
সেইরূপ ধর্ম্মশীল গালবনন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ ॥
দেব পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ণ।
সব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জ্জন ॥
মাসে মাসে কৃষ্ণ শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিতে আরাধয়ে পরম তপস্বী ॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ ॥
নানামত বিষ্ণুভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে ॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন ॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন ॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তথাপি এ ব্রতপুণ্য না পারি কহিতে ॥

সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্ব্বজন্ম আছিল আমার ॥
ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে ॥
একচ্ছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে ছিলাম রত ধর্ম্মেতে বিরূপে ॥
প্রজাগণে পীড়িনু হিংসিনু শান্তজন।
এইরূপে পাপ করিলাম আচরণ ॥
একদিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়ি অশ্ব রথে ॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে ॥
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে ॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সবারে বলিনু বার বার ॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনে মন ॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিক দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া ॥
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক ॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয়।
যে হোক সে হোক মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রস্থান ॥
যদি বা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব মোচন ॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহেত' আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার ॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মম দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমতি নিয়তি ॥
লজ্জা ভাবি তবে ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে ॥

দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অশ্ব হত হৈল, শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে ॥
রাত্রিশেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে অতি ভয়ঙ্কর ॥
মহাশাপ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন ॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলে ইহারে ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর ॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন ॥
দাস্যভাবে করে হরি মন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন ॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি।
সাবধান বিস্মরণ কভু নাহি হবি ॥
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
ভূমিদান গো-দানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তৃপ্ত করে অন্ন ধনে ॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈবযজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে।
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যজি গৃহমায়া ॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয়ে ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ ॥
সাবহিত হ'য়ে করে পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধচিত্ত মন ॥
ধর্ম্মকথা কহিয়া লওয়ায় অধর্ম্মিরে।
কদাচিত তাহারে না আন হেথাকারে ॥

ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেই বেশ্যাপরায়ণ ॥
বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়া যেইজন ।
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া ।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া ॥
পরনারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান ।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান ॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন ।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া-বন্ধন ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন ।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবে হেথারে ।
করিয়া প্রহার মাথে লৌহের মুদ্গরে ॥
ধর্ম্ম বিঘ্নকর আর বিদ্বেষী যেই জন ।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া দুষ্টমন ॥
হেথকারে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে ।
পরবৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে ॥
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি ।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী ॥
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন ।
এইরূপ পাপ আচরয় যেই জন ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন ॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ ।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন ॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন ।
স্বর্গ হ'তে দিব্য রথ আইল তখন ॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ ॥
সেই পুণ্যে হ'ল মম স্বর্গে আরোহণ ॥
কোটি কোটি বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি ।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া-ভ্রমণ ।
তোমার ঔরসে আসি হইল জনম ॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক ।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধক ॥

ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিতঃ ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত ॥
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চুম্বন ।
সেই হৈতে হৈল মুনি হরি পরায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
একচিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন ।
সাবহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন ॥
মনোবাঞ্ছা ফল লভে নাহিক সংশয় ।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয় ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ ॥

হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল ।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায় ।
আর কিছু ধর্ম্মকথা কহিব তোমায় ॥
গোবিন্দেরে করয়ে যে স্তুতি আচরণ ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন ॥
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে ।
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে ।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন ।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্য মূর্ত্তি নারায়ণ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় ।
বংশের সহিত হয় বৈকুণ্ঠে বিজয় ॥
গোবিন্দ-মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন ।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লভে সেই মহাপাপে পার ॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে ।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে ॥
সাবধান হ'য়ে রাজা শুন একচিত্তে ।
যজ্ঞধ্বজ নাম ছিল ইক্ষ্বাকু বংশেতে ॥

মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
একচ্ছত্রে জম্বুদ্বীপ যাঁর অধিকার॥
রাজধর্ম্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করেন হরিমন্দির মার্জ্জন॥
বীতিহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত।
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত॥
সচিন্তিত হৃদয় হইয়া তপোধন।
একদিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মান্বিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত॥
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নরপতি।
ইতিহাস কথা কহি কর অবগতি॥
ছিলাম পূর্ব্বেতে দুষ্টমতি পাপাচার।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করেছি অপার॥
বৃষলী-আসক্ত আমি হ'য়ে একেবারে।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে॥
মম কর্ম্ম দেখি পিতৃ-মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সবে মোরে করিল তাড়ন॥
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসয়ে চন্দ্রকলা॥
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে যত ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে।
গৃহ হৈতে দূর করি দিল অবশেষে॥
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বারিত।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত॥
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে।
পরিষ্কার করি শেষে শুইনু তাহাতে॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল॥
সেইক্ষণে কালপূর্ণ হইল আমার।
দুই যমদূত এল বিকৃতি আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আসে দুই জন॥
ক্রোধে যমদূতে চাহি বড়ই গর্জ্জিল।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে ত্বরিত করিল॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তক উপর॥
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণন॥
সবারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন॥
এই যজ্ঞমালী পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে॥
কি কারণে পাপমুক্ত করিলে ইহারে।
কেবা দোঁহে পরিচয় দেহত আমারে॥
এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুইজনে হই বিষ্ণুর কিঙ্কর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ॥
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেই জন।
হরি পূজা করে হরিমন্দির মার্জ্জন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম নিবেদন॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন॥
গোবিন্দ মন্দির এই করিল মার্জ্জন।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন॥
এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
ল'য়ে গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠনগর॥
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি।
তদন্তর ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
শতকল্প ব্রহ্মলোকে করিনু বিহার।
তদন্তর ইন্দ্রলোকে হই আগুসার॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
যত ভোগ করি স্বর্গে না হয় বাখান॥

তদন্তর এই মহা ইক্ষ্বাকুবংশেতে ।
সেই পুণ্যে আসিয়া জন্মিনু পৃথিবীতে ॥
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির মার্জ্জন ।
তাহাতে এ গতি হৈল শুন তপোধন ॥
জ্ঞানে যেবা করে হরিমন্দির মার্জ্জন ।
শুদ্ধভাব হইয়া পূজয়ে নারায়ণ ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে ।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
এত শুনি বীতিহোত্র হন তুষ্ট মন ॥
কযোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন ।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয় ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয় ॥

দানধর্ম্ম ।

ভীষ্ম বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন ।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দ-সেবন ॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার ।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার ॥
শুভলগ্ন শুভতিথি শুভক্ষণ দিনে ।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় ।
শতবংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয় ॥
নারিকেল জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি ॥
শতবংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া ।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া ॥
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করি ।
ভক্তি করি পূজা করে হর কিম্বা হরি ॥
অন্তঃকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি ।
ইহলোকে পরলোকে না হয় দুর্গতি ॥
তুলসী-আরাম যেই করিয়া রোপণ ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন ॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি ॥
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে ।
যার যে বৈভব হয় তেমন প্রকারে ॥
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান ।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধান ॥
তড়াগ পুষ্করিণী দেয় ধনাঢ্য পুরুষে ।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে ॥
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন ।
দ্বিপাদেতে পুণ্য কোথা শুন হে রাজন্ ॥
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে ।
নিকৃষ্টে পাদৈক পূর্ণ বেদেতে বাখানে ॥
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার ।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা অনুসার ॥
ধেনু রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন ॥
অঙ্গহীন হয় পুণ্য, না হয় উহাতে ।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র কহিনু তোমাতে ॥
দরিদ্র কিঞ্চিৎ যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে ।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে ॥
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান ॥
নাহিক সংশয় ইথে বেদের বাখান ।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান ॥
এক বীজ রোপণ করয়ে দুঃখীজন ।
সমান ইহার পুণ্য করি যে গণন ॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে ভুঞ্জান ধনীগণ ।
দরিদ্র করায় এক বিপ্রকে ভোজন ॥
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনীজন ।
দরিদ্রের এক গাভী হয় তার সম ॥
কোটি কোটি মনুষ্যে পালয়ে ধনীজন ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ ॥
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালয় ।
সমান লভয়ে ফল বেদেতে বলয় ॥
ধনীতে পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়া উপহার ।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার ॥

দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিবশে হয় তার সম ॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেমমণি রৌপ্যময় ॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাথর।
নানাবিধ দিব্য রত্ন অতি মনোহর ॥
শুভতিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধান্বিত গোবিন্দেরে করে সমর্পণ ॥
অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান আদি।
ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় কত না হয় অবধি ॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন ॥
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান।
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে বাখান ॥
সংক্ষেপে কহিনু দান ধর্ম্মের কথন।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন ॥
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।
যেন ধর্ম্ম তেন ফল বেদেতে বিচারে ॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্মফলে।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবে আমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
মস্তকে বন্দিয়া মাত্র বিপ্র-পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন ॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্বধনে পূর্ণ বৈশ্য গুণে অনুপম ॥
সুমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পরমা সুন্দরী সেই যেন কাম-রতি ॥
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন কেবল দুঃখিত মতিমান ॥
নানামতে নানাযজ্ঞ করয়ে বিস্তর।
ভার্য্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর ॥
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখী মন ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে ॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ ॥
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ সঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে ॥
উপবন মধ্যে আছে রাম সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর ॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে ॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ হয় অচেতন ॥
পীতবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন।
রক্তমাংস রবিত্রাস দেখিয়া পিন্ধন ॥
কুচযুগ জিনি পূগ কিবা রসায়ন।
করিকর ভুজবর মধ্য পঞ্চানন ॥
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন।
শুন আজ সুবদনী মম নিবেদন ॥
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এ রূপ যৌবন ব্যর্থ কর কি কারণে ॥
দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্য কারণে।
রতিসুখহীনা হ'য়ে বঞ্চহ কেমনে ॥
তোমাতে মজিয়া মন কম্পিত আমার।
স্মরশরে মম অঙ্গ হৈল ছারখার ॥
দয়া করি রামা মোরে করাও রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন ॥
নরহত্য মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী ॥

অধর্ম্মী পাপিষ্ঠ তুই অতি হীন জাতি ।
কোন্ লাজে হেন বোল বলিলে দুর্ম্মতি ॥
স্পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে ।
লজ্জা নাই তেঁই হেন বলহ আমারে ॥
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার ।
এইমত অনেক করিল তিরস্কার ॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর ।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী গেল নিজ ঘর ॥
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া ।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া ॥
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার ।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার ॥
এত শুনি উপহাস করি দাসীগণ ।
কোন্ লাজে হেন কথা কহরে দুর্জ্জন ॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে ।
পতঙ্গ হইয়া চাহ অগ্নি নিবারিতে ॥
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী ।
লজ্জা নাই তেঁই বল হেন দুষ্টবাণী ॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া ।
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই জায়া ॥
ইহজন্মে পাই কিম্বা পাই জন্মান্তরে ।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে ॥
মালিনী নামেতে দাসী কহে হাসি হাসি ॥
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী ॥
ত্রিসন্ধ্যা করহ স্নান প্রয়াগের নীরে ।
এক ক্রমে তিনদিন রহ গঙ্গাতীরে ॥
তথা বাস করিয়া স্মরিয়া নারায়ণ ।
তিন দিন তিন রাত্র করিলে লঙ্ঘন ॥
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয় ।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয় ॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত ।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
একাসন করিয়া তিন দিবস রজনী ।
একচিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি ॥
ভকতবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হৈয়া ॥

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার ।
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার ॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন ।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ ॥
পাপতনু খণ্ডিল হইল দিব্যগতি ।
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি ॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন ।
উপনীত হন গিয়া বৈশ্যের ভবন ॥
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি ।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশীমুখী ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে ।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে ॥
যত দিন প্রাণনাথ নাহি ছিলা ঘরে ।
তত দিন অসন্তোষ আমার অন্তরে ॥
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী ।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী ॥
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল ।
তেঁই সে সঙ্কটে মম প্রাণরক্ষা হৈল ॥
বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ ॥
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম ।
সকল মজিল দৈবে প্রাণ পাইলাম ॥
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজল নয়ন ।
ধন যাক্ প্রাণনাথ আইলে ভবন ॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে ।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে ॥
শত শত বলদে শকটে পূরি ধন ।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হইল সুমতি ।
এইরূপ দুইজন একই আকৃতি ॥
তুল্য ভাষা তুল্য গুণ তুল্য দুই জন ।
দুইজন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময় মন বৈশ্যের নন্দন ।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মম করিছে কথন ॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মম অন্য নাহি জানে ।
কোন্ দেব আসিয়াছে ছল আচরণে ।

এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে।
হইলাম বিস্মিত তোমার ব্যবহারে ॥
পতিব্রতা বলি তোমা জানে জগজ্জন।
পর-পুরুষের সঙ্গে কর আলাপন ॥
শুনিয়া সে বৈশ্যপত্নী কহিতে লাগিল।
তব রূপে এইরূপ বিধি নিরমিল ॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার ॥
এক গর্ভে জন্ম হেন হয়েছে দোঁহার।
ভেদজ্ঞান নাহি যেন অশ্বিনীকুমার ॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী এক রূপ দেখি কি কারণে ॥
পাপ বস্তু বলি হেন মনে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে ॥
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন ॥
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু পৃথিবী ধারণ ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভমর্দ্দন ॥
নমো ধন্বন্তরীরূপ দেবতার হিতে।
জগৎ উদ্ধার নাথ জগতের প্রীতে ॥
সত্ব রজঃ তমোরূপ জয় জগৎপতি।
নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন গতি ॥
নমঃ ক্ষত্রকুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণরূপ নমো জগৎপতি ॥
অখিলধারণ রূপ অখিলকারণ।
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ ॥
আকাশ মস্তক তব, তপন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন ॥
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানীজন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন ॥
তব মায়াবশে সমাচ্ছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন ॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারী।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী ॥
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এ মহা লজ্জাতে মোরে করহ তারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন শ্রীধর্ম্ম রাজন্।
এইমত বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন ॥
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
বৈশ্যপত্নী নিকটে আইলেন ত্বরিতে ॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কিরীট দিব্য মস্তক উপর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ ॥
চারু চতুর্ভুজরূপ মোহন মুরতি।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য জগৎপতি ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দবগুৎ হইয়া কন্যা পড়িল ভূমেতে ॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্যজ্ঞান দিলেন দোঁহারে ॥
দিব্যজ্ঞানে দিব্য মূর্ত্তি হৈল তিনজন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন ॥
তিনজন নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে সুমতি রহিল সেইক্ষণে ॥
অবধান কর দেব মম নিবেদন।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ ॥
মায়ার নিদান তুমি বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে ॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলে এখন ॥
দুই স্বামী একরূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে ॥
কৃপা করি শ্রীচরণে পড়ি জগৎপতি।
যেই স্বামী সেই হৌক এই সে মিনতি ॥

দ্বিচারিণী বলিবেক যত সর্ব্বজন।
এই কর প্রভু মোর হউক মরণ॥
না করিবা যদি শুন আমার বচন।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন॥
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত।
আমার শকতি ইহা না হয় খণ্ডিত॥
এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন॥
কৃপা যদি কৈলা প্রভু আমা তিন জনে।
সশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
মর্ত্ত্যেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস॥
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেন দায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায়॥
এক রথে আরোহি চলেন চারিজন।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ॥
হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর॥
মোহন মূরতি রূপ রাজীবলোচন।
চলি যায় বিমান আরূঢ় দুই জন॥
সেই রথে আর দুই স্ত্রীপুরুষ জন।
চারিজন এক রথে হরষিত মন॥
দেখিয়া সুমতি অতি কৌতুহল মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুই জন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ॥
আর দুই জন দোঁহাকার বাম পাশে।
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে॥
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উহা সবাকারে।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে॥
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুই জন॥
বামপাশে কেবা আর দেখি দুই জন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥

এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুই জন॥
এই দুই জন কেবা জিজ্ঞাসহ মোরে।
দোঁহাকার কথা যে কহিব তোমারে॥
এইত পুরুষ নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল॥
এই সে রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্গ বেশ্যা বড় দ্বিচারিণী॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন॥
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করিল রমণ॥
সুমালী গন্ধর্ব্ব ছিল অতি ভয়ঙ্কর।
তার সনে রমণ করিল বহুতর॥
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে॥
মৃগয়া কারণেতে কলিক দুষ্টতর।
রথে চড়ি গিয়াছিল বনের ভিতর॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লৈয়া চলিল ঝটিতি॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা নামিল সত্বর॥
ক্রোধেতে কলিক তবে কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে ঊন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বাণ মারিল দ্বিগুণ॥
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে।
অতঃপর কলিক নিবারিতে নাহি পারে॥
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন।
জন্ম জন্মান্তর পাপ হইল মোচন॥
বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই এই সে কারণ।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময় মন॥
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয়।
জানিলাম আমি এই ব্যাধের তনয়॥

প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি সম রূপ সে জন হইল ॥
তুই পতি হৈল মম দৈব নির্ব্বন্ধন।
প্রয়াগ মহিমা কিছু না যায় কথন ॥
এইরূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হ'য়ে রহে তিন জন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড় পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

পরশুরামের তীর্থপর্য্যটন।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন ॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ ॥
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
মান-সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্বার ॥
একে একে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদক্ষেত্রে তবে করিল গমন ॥
বিপুল বিস্তার হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বৃহৎ কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর ॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝটিতি ॥
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোত নীর ॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করে তপোধন।
মাতৃবধপাপে রাম হইল মোচন ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ভৃগুবংশমণি।
কি কারণে মাতৃবধ করিলেন শুনি ॥
সর্ব্ব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী।
হেন কর্ম্ম কি কারণে করিলেন মুনি ॥

ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন ॥
রেণুকা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রে বাঞ্ছা করি স্বামী সেবা করে অতি ॥
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাহার রাম প্রতাপে তপন ॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে ॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহত আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে ॥
এত শুনি কলসী আনিয়া শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় সিন্ধু সরোবর ॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তার রূপে মুগ্ধ হয় গাধির কুমারী ॥
মুহূর্ত্তেকে তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন ॥
সে কারণে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
জল ল'য়ে দ্রুতগতি করিল গমন ॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল ॥
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠপুত্র হইল ভাবিত ॥
মাতৃবধ-পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি ॥
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর ॥
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর ॥
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃ সহ কাটিলেন সহোদর চারি ॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলেন বচন ॥
চিরজীবী তাত তুমি হও মম বরে।
তোমা সম বীর কেহ নহিবে সংসারে ॥

আর যেই বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে॥
যদ্যপি আমায় পিতা তুমি দিবা বর।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর॥
এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহি তপোধন।
ভার্য্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন॥
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে।
না খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাঁপরে॥
কহ তাত কি হইবে ইহার প্রকার।
হাত হৈতে টাঙ্গি কেন না খসে আমার॥
এত শুনি ধ্যান করি মহা তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে শুনহ নন্দন॥
মাতৃবধ-পাপ তাত দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার শরীরে॥
নিরাহারী ব্রতী হ'য়ে এক সম্বৎসর।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাভার॥
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ।
তবেত তোমার পাপ হইবে মোচন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
তবেত যাইবে তাত কৌশল ভুবন॥
বিষ্ণুযশা নামে দ্বিজ জগতে বিদিত।
তাহার বাটীতে গিয়া হবে উপনীত॥
জিজ্ঞাসা করিবে তারে ইহার প্রকার।
তবেত হস্তের টাঙ্গি খসিবে তোমার॥
শুনিয়া বিলম্ব আর কিছু না করিল।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী করিয়া ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন॥
তদন্তরে মানসরে করিল গমন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমণ॥
উভয় পথেতে যত যত তীর্থ ছিল।
একে একে ভৃগুরাম সকল ভ্রমিল॥
পশ্চিম দ্বারকা আদি যত তীর্থগণ।
প্রদক্ষিণ করি সব করেন ভ্রমণ॥
দক্ষিণ দিকেতে আসি হৈল উপনীত।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
গোদাবরী বৈতরণী রেবা নদী আর॥
একে একে সর্ব্ব তীর্থ করিল ভ্রমণ।
জনকের বাক্য তবে হইল স্মরণ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কৌশল নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশা ঘরে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর॥
বিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন।
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন রবির কিরণ॥
এত শুনি রাম করিলেন নিবেদন।
যেই মত জননীরে করিল নিধন॥
যেই মতে স্বহস্তে কাটিল ভ্রাতৃগণ।
পুনশ্চ পাইল তারা যেমতে জীবন॥
একে একে সকল করিল নিবেদন।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন।
খসিবে হস্তের টাঙ্গি শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবেত' হস্তের টাঙ্গি হইবে স্খলিত॥
সেই সে হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজন সেই অদ্ভুত গঠন॥
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণমান-বায়।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়॥
দৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া॥
পুণ্য আত্মা হয় যদি পায় সে জীবন।
সে কারণে তথায় না যায় কোন জন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম॥
ব্রহ্মঋষি সুতপা নামেতে তপোধন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন॥
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর।
মেনকা অপ্সরী যায় শূন্যে করি ভর॥
পরমা সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেঁটমুখ কৈল প্রজাপতিগণ॥

সেইকালে সুতপা কামেতে মত্ত হৈয়া ।
কন্যার বদন কুচ চাহে নেহারিয়া ॥
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মাসন ।
সুতপারে কহিলেন সক্রোধ বচন ॥
মম লোকে আসিয়া করহ অনাচার ।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার ॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন ।
কতদিন পরে তব হইবে মোচন ॥
ভৃগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে ।
তাবৎ থাকিয়া সেই হ্রদের ভিতরে ॥
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদদ্বার করি চির ।
তথা স্নান যখন করিবে ভৃগুবীর ॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীঘ্রগতি ।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি ॥
যুগল নয়ন অন্ধ হ'বে কর্ম্মদোষে ।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে ॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন ।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন ॥
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন ।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন ॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত ।
ব্রহ্মহ্রদ-কূলেতে হইলা উপনীত ॥
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল ।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর খেদিয়া আসিল ॥
শোষক মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোর পানী ।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি ॥
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন ।
হেনকালে কুম্ভীর দুরন্ত ভয়ঙ্কর ।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর ॥
ধরিয়া কুম্ভীর কূলে তোলে ভৃগুমণি ।
শাপে মুক্ত হ'য়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী ॥
মৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন ।
নিজ গৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান ।

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন ।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন ॥
ভীষ্ম বলিলেন গয়া গেল মুনিবর ।
মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই বাখানে অমর ॥
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর ।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
পশ্চাৎ শুনিব কৌণ্ডিন্যের উপাখ্যান ।
আগে কহ শুনি দেব ইহার আখ্যান ॥
অসুর সৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি কারণ ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুর-কুমার ।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার ॥
দেব দ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর ।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর ॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেন স্তুতি ।
প্রকারেতে ত্রিপুরে মারেন পশুপতি ॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারী ।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুকদৈত্যের কুমারী ॥
সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম ।
ত্রিপুরের প্রিয় ভার্য্যা প্রভাবতী নাম ॥
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী ।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি ॥
এই তব ভার্য্যা গর্ভে আছে তব সুত ॥
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত ॥
শীঘ্রগতি রাখ ল'য়ে জনকের ঘরে ।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন তপোধন ।
পিতৃগৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ ॥
তবেত শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল ॥

পিতৃগৃহেতে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন।
গয়াসুর নাম হ'ল বিখ্যাত ভুবন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয় মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির ॥
এক দিন গয়াসুর কোন কর্ম্ম কৈল।
বিরলে বসিয়া জননীরে জিজ্ঞাসিল ॥
শুনগো জননী মোর এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন ॥
যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে ॥
কহত জননী শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন্ বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন ॥
পিতৃহীন সুতের অসুখী সদা মন।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন ॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন পদ্মহীন সর।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর ॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া ॥
ধন্দ অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে ॥
আমার গর্ভেতে তুমি আছিলা যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন ॥
শিব সহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম তোমার সদন ॥
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক মহাবীর মণি ॥
জনকের ঘরে ল'য়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবে রণ ধূর্জ্জটির সনে ॥
এত শুনি তব পিতা আনিয়া হেথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে ॥
কপট প্রবন্ধে কহে সর্ব্ব দেবগণ।
শিব হাতে তব পিতা হইল নিধন ॥
ভ্রাতৃবন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন ॥
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর ॥

এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর ॥
করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে ॥
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা সব পড়াইল ॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আসে নিজ দেশ ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি সবে সত্বরে মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্যে সাজি গেল সুমেরু-শিখরে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি-তনয়।
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিবসহ কৈল মহারণ।
একে একে জিনিল সকল দেবগণ ॥
একচ্ছত্র দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হ'য়ে ফিরে যত দেবগণে ॥
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তর দিকে করিল গমন ॥
জগৎ ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় করি সবে করিল স্তবন ॥
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার ॥
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন ॥
এইরূপ স্তুতিবাদ করে দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হৈলেন নারায়ণ ॥
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান ॥
দৈত্যের ভয়েতে ভীত আছ দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাহ আপন ভবন ॥

আজি আমি গয়াস্থরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি জগৎ মাঝার॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন॥
সত্বর গেলেন প্রভু যথা গয়াস্থর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর॥
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইয়া প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া যথা গয়াস্থর॥
শুনি গয়াস্থর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলিল মহাবীর॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাস্থর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে॥
সমতায় মম সহ যুঝিবা আপনি।
মম কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভূষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর॥
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর॥
কেহ পরাজয় নহে সম দুই জনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে তুমি ইচ্ছা কৈলা যদি॥
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর॥
পাষাণ শরীর হ'য়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া॥
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলা তুমি দৈত্যের নন্দন॥
মোক্ষ বর মাগিয়া লইবা মম স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহে যেন এ তিন ভুবনে॥

এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর॥
যদি কৃপা আমারে করিলা চক্রপাণি।
ভক্তজন বাক্য তুমি পালিবা আপনি॥
পূর্ব্বেতে নারাদ যে দিলেন উপদেশ।
সেই আজ্ঞা মোরে করিবেন হৃষীকেশ॥
এই ক্ষেত্র মধ্যে মম যাউক পরাণী।
শিলারূপ হ'য়ে থাকি তব আজ্ঞা মানি॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মম নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন॥
গয়াক্ষেত্র বলি নাম হউক ইহার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ॥
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে তারে পিতৃগণ॥
চিরকাল বৈসে যেন অমর নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর॥
পিণ্ডদানে মুক্ত যেই দিন না হইব।
সেই দিন উঠি আমি সংসার নাশিব॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন॥
অসুর শরীর হত হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ॥
শিলারূপ হ'য়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর যে কহি সে শুন মহীপাল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি॥

পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্র ভ্রমিল কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে একে তাহা মুনি সকলি ভ্রমিল॥
কুরুক্ষেত্রে উত্তরে আইল তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হতেছে দাহন॥

শ্মশানের নিকটে আইল তপোধন ।
দেখিলা বসিয়া আছে প্রেত পঞ্চজন ॥
বিকৃতি আকার সব বিকৃতি বদন ।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন ॥
স্থূল নাশা কূপবর সদৃশ নয়ন ।
বিষ্ঠা মূত্র আদি যত অঙ্গেতে ভূষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময়-চিত্ত হৈল তপোধন ।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা হও পঞ্চজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন ।
কহিতে লাগিল তারা হ'য়ে হৃষ্টমন ॥
প্রেতকুলে জন্ম মোর অদৃষ্ট কারণ ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন ॥
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবে স্বরূপ ॥
রবি চন্দ্র জিনি কান্তি দেহের বরণ ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা মহা সুলক্ষণ ॥
মোহন মূরতি তনু জিনি নবঘন ।
মুখরুচি পূর্ণশশী জিনিয়া শোভন ॥
করিকর ভুজবর পঙ্কজ নয়ন ।
মধ্যদেশ মৃগ জিনি অতি সুগঠন ॥
কণ্ঠ কম্বু জিনি শম্ভু রক্ত পঞ্চ স্থল ।
রক্ত কোকনদ পদ অতি সুশীতল ॥
দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি এ সংসার ।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থ ভ্রমিনু অপার ॥
জগতের হিত চিন্তি জগত নিস্তার ।
কহ সত্য পঞ্চজন কাহার কুমার ॥
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার ।
কি হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃতি আকার ॥
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলয়ে বচন ।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন ॥
সূচীমুখ নাম মোর কর অবগতি ।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি ॥
পর্য্যুষিত খ্যাত নাম ধরে এইজন ।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুই জন ॥
এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি ।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি ॥
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ ।
কোথায় আছিলা কিবা করহ ভক্ষণ ॥
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে ।
এত শুনি একে একে কহিল তাঁহারে ॥
সূচীমুখ বলে মুনি কর অবধান ।
আমার পাপের কথা না হয় বাখান ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন ।
মহাধনবান ছিনু শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
একদিন অতিথি আইল মম ঘরে ।
সম্ভাষ তাহারে না করিনু অহঙ্কারে ॥
দিব্য অন্ন উপহারে ভার্য্যা, পুত্র লৈয়া ।
করিলাম ভক্ষণ অতিথিরে না দিয়া ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল ।
মম অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল ॥
এই হেতু সূচীমুখ নাম যে আমার ।
প্রেতযোনি হইলাম বিখ্যাত সংসার ॥
তদন্তরে শীঘ্রক করিল নিবেদন ।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন ॥
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে উৎপত্তি আমার ।
হীন শূদ্রজাতি ছিনু বড় দুরাচার ॥
পরদ্রব্য পরধন করি অপহার ।
চুরি হিংসা করিয়া পুষিনু সুতদার ॥
এইরূপে কত দিন কৈনু নির্ব্বাহন ।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন ॥
ক্ষুধাতুর হ'য়ে অন্ন মাগিল আমারে ।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে ॥
পাপিষ্ঠ অধম তুই বড় দুরাচার ।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন্ আচার ॥
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন ।
উদর পূরিতে নার' জীয় অকারণ ॥
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে ।
ধাকা মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ী হ'তে ॥
এত শুনি অতিথি হইল ক্রুদ্ধমন ।
নাহি দিয়া দুষ্ট মোরে করহ তাড়ন ॥

মোরে অপমান যেন কৈলি দুরাচার।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার ॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠা মূত্রে হইবেক তোমার মরণ ॥
এত বলি দুঃখচিত্তে করিল গমন।
শীঘ্রক আমার নাম হৈল সে কারণ ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন ॥
অযাজ্য যাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয় ॥
সুত দারা পরিবার করিয়া পোষণ।
ক্রূরমতি ছিনু অতি আশয় কৃপণ ॥
একদিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে ॥
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম।
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম ॥
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
মম ঘরে অতিথি আইল একজন ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিলা আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে ॥
তিরস্কার করি অন্ন করি পর্য্যুষিত।
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পূরিত ॥
সেই পাপে পর্য্যুষিত নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতত্ব হইল ॥
অন্য প্রেত বলে দ্বিজ শুনহ বচন।
অল্প দোষে হৈল মম দুর্গতি লক্ষণ ॥
সঙ্গদোষে অল্প পাপে পাপ বাড়ে নীতি।
মোসবার বিবরণ শুন মহামতি ॥
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে মশানে নিত্য করি যে শয়ন ॥
বিশেষে নিবাস মম শুন তপোধন।
সন্ধ্যা বীজমন্ত্রহীন যেইত ব্রাহ্মণ ॥
তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার।
আর যাহা করি তাহা শুন সারোদ্ধার ॥
সন্ধ্যাহীন যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী কাননে ॥
যে যুবতী নিজপতি করি পরিহার।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে অনাচার ॥
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে ॥
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বজন্ম কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
একদিন কর্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার ॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন ॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে ॥
উত্তর না পেয়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেত দেহ হইবি নিশ্চয় ॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ ॥
এত শুনি হৈল মুনি সবিস্ময় মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ ॥
কোন্ কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন ॥
নরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন।
জাতি মত কর্ম্ম যে করয়ে আচরণ ॥
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন ॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ॥
দরিদ্রে ভিক্ষুকে যেই করে অন্ন দান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় বাখান ॥
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ-উদ্দেশে।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে ॥
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন।
স্বহস্তে করয়ে হরি মন্দির মার্জ্জন ॥
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান ॥

গৃহ-ধর্ম্মচর্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি॥
সর্ব্বভূতে সমভাব করে যেই জন।
শত্রুতে মিত্রেতে যার সম আচরণ॥
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
লিঙ্গরূপে যে জন স্থাপয়ে ভগবান॥
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।
সংসারেতে জন্মি যে দুষ্কর্ম্ম আচরয়॥
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ॥
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে জন।
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ॥
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে॥
ব্রত যজ্ঞে উপহাস করে যেই জন।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্য্যটন।
এ সব পাতকী হয় প্রেতত্ব কারণ॥
গুরুনিন্দা করে যেই বেশ্যাপরায়ণ।
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন॥
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হ'য়ে গেল।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥
স্বর্গ হৈতে পঞ্চ রথ আইল সেক্ষণ।
মুনিরে প্রণমি কৈল রথ আরোহণ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

শিব চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ বাখান॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ রণে অনুপাম॥
জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র হৈল নরপতি।
কুবের সদৃশ তার ঐশ্বর্য্য বিভূতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥
দ্বিজসেবা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
যেই যাহা মাগে দেয় তোষয়ে ব্রাহ্মণে॥
শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে আচরণ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন॥
দেখি আস্তে ব্যস্তেতে উঠিয়া নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল শীঘ্রগতি॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একে একে বসিল সকল মুনিগণ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর।
দিব্য উপহার দ্রব্য আসিল বিস্তর॥
যথাযোগ্য সবাকারে করায় ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন॥
তাম্বূল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন।
ভার্য্যা সহ উপবাস কর কি কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন হেতু উপবাসে আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ।
আত্মাকে দিতেছ দুঃখ কোন্ প্রয়োজন॥

এক আত্মা জগতের হন নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন ॥
ষটচক্র কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণিবে।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণিবে ॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মরূপে বৈসে জীব তাহার ভিতরে ॥
মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীব আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার ॥
তদন্তে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপর।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতর ॥
পঞ্চশত দল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার ॥
তদন্তরে শতচক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব মুনিগণ করে যাহার বাখান ॥
চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি ॥
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর ॥
তার তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুসিদ্ধ সজ্ঞান ভক্তি লভে যেই জন ॥
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে নারায়ণ।
তপ ব্রত ফলে তার কোন্ প্রয়োজন ॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
মম পূর্ব্বজন্ম কথা কর অবধান ॥
চতুর্দ্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
ইহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে নর উপবাস করি।
সমাহিত হ'য়ে পূজা করে ত্রিপুরারী ॥
বিল্বপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি রাশি।
রক্তচন্দনাদি নানা গন্ধে বস্ত্র ভূষি ॥
পূজা ভক্তি করি স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে ॥
পৃথিবীর রেণু যেবা গণিবারে পারে।
সরোবর জল যদি কলসীতে ভরে ॥
বৃষ্টিবিন্দু জল যদি পারয়ে গণিতে।
তথাপি তাহার পুণ্য না পারি বলিতে ॥
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহা দুরাচার ॥
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার ॥
মৃগ ব্যাঘ্র আদি পশু নানা পক্ষীগণ।
যতেক করিনু বধ না যায় লিখন ॥
সেইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
একদিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ ॥
কুজ্ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত আমি ভ্রমি একা বনে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি ॥
নিত্য নিত্য মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দিই পরিবারে ॥
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যা পুত্রগণ।
উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ ॥
মম মুখ চাহি আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
ধনহীন নরজন্ম হয় অকারণ ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান অমি দরিদ্র দুর্জ্জন ॥
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ ॥
এইরূপে হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন ॥
অশ্রুজল পড়ি মম ভাসে কলেবর।
পক্বপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর ॥
পত্র পড়ে মম অশ্রুজলের সহিত।
আচম্বিতে একপত্র পড়িল ত্বরিত ॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চান।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন

প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত ।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত ॥
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল ।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল ॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া ।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া ॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন ।
হেনকালে অতিথি আইল এক জন ॥
সেই অতিথিরে আমি করাই ভোজন ।
পারণের মহাফল পাই সে কারণ ॥
এইরূপে কত দিন দুঃখে মোর গেল ।
আয়ুঃশেষে মৃত্যু আসি উপনীত হৈল ॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর ।
আসি মহাপাশে মোরে বান্ধিল সত্বর ॥
যমের এ সব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন ।
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত দুইজন ॥
শিবের অকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর ।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর ॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুইজন ।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর ।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর ॥
শিবের আজ্ঞায় পাশ করিনু মোচন ।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুই জন ॥
বিকৃত আকার মূর্ত্তি লোহিত নয়ন ।
কোথায় নিবাস কর কাহার নন্দন ॥
কি হেতু এ ব্যাধপুত্রে করিলে বন্ধন ।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন ॥
মোরা দুই জন ধর্ম্মরাজ অনুচর ।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ ।
সংসারের মধ্যেতে মরয়ে যত জন ॥
তাহারে লইয়া যায় যমের সদন ।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন ॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন ।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন ॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন ।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন ॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর ।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্ব্বর ॥
শিবের অনুজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি ।
এই ব্যাধপুত্রে ল’য়ে যবে শিবপুরী ॥
সর্ব্বপাপে এই ব্যাধ হইবে মোচন ।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কৈল আচরণ ॥
তোর কিছু অধিকার নাহিক ইহাতে ।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে ॥
তিন লক্ষ বর্ষ মম তথা হৈল স্থিতি ।
দেবতুল্য নানা ভোগ ভুঞ্জি নিতি নিতি ॥
অনন্তর ইন্দ্রলোকে হইল গমন ।
তিন কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন ॥
অনন্তর হৈল মোর ব্রহ্মলোকে স্থিতি ।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা হইল বসতি ॥
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করিনু প্রয়াণ ।
লক্ষ্মী সহ বিরাজিত যথা ভগবান ॥
তিনকোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু ।
তারপর এই রাজবংশেতে জন্মিনু ॥
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত ।
আচরিনু হীনজাতি হ’য়ে ব্যাধসুত ॥
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার ।
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম বৈভব বিস্তর ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ ।
সে কারণে উপবাসী আছি তপোধন ॥
এত শুনি সবিস্ময় মহা তপোধন ।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
অপমান পেয়ে দুই যমের কিঙ্কর ।
ধর্ম্মরাজে গিয়া কিবা করিল উত্তর ॥
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান ।
বিস্ময় হইয়া দূত হ’য়ে অপমান ॥
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত ।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত ॥
ভীতমন দূতগণে দেখিয়া শমন ।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখী মন ॥

আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তোসবারে হিংসা করিবারে॥
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
দণ্ডভগ্ন আজি হৈতে হইল সর্ব্বথা॥
আজি হৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপপুণ্য বিচার ঘুচিল তা সবার॥
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহা দুরাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার॥
তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি ল'য়ে আসি করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কটুত্তর বলি আমা দুই জনে।
রথে তুলি তারে ল'য়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল সবার।
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলয়ে বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিহ কদাচন॥
শিব নামে রত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবে যেই জন॥
ব্রত আচারিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে সাধন॥
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুভক্তি করি কিবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমার ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥
তীর্থ পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
তার'পরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তারে অনিবার॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হন হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন॥
সেই হৈতে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রতে রত হৈল অচ্যুত-নন্দন॥
বসন্ত প্রথম ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে॥
সর্ব্বকালে ফল লভে নাহিক সংশয়।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রতে মহাফল পায়॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ চরণে॥

অনন্ত ব্রতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর কর রাজা চিত্ত কর স্থির॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন॥
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কৌশলেতে স্থিতি
সোমবংশ চূড়ামণি মহাধর্ম্মে মতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভাগীরথ সম মহাবিচক্ষণ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
ভার্য্যা সহ নরবর আচরে বিশেষে॥
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
লিঙ্গরূপে তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ।
রাজধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
আপনি হস্তেতে করে মন্দির মার্জ্জন॥
অনন্তরে স্নানদান করি নরবর।
নানা উপহারে পূজে দেব দামোদর॥
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
অবশেষে লইয়া কুটুম্ব পরিজন॥
আনন্দিত হ'য়ে সবে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য নিত্য পূজে নারায়ণ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যেবা না করিবে আচরণ॥

সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে।
নগরে বাজারে এইরূপ বাদ্য করে॥
রাজভয়ে সর্ব্বলোক প্রাণপণ করে।
নিয়ম করিয়া শুভ ব্রত যে আচরে॥
ব্রত পুণ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যতদূর ভূপতির অধিকার ছিল॥
যত লোক ছিল ভূপতির অধিকারে।
ব্রতপুণ্যফলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল!
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপর হইল॥
জানিয়া দ্বাপরযুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনে মন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার উপরে দিল মম অধিকার॥
কোটি লোক মধ্যে কেহ মম অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে॥
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ॥
যতেক সংসারে প্রজা হবে পাপাচারী।
অল্প আয়ু হ'য়ে যাবে যমের নগরী॥
এইরূপ নিয়ম করিয়া সৃষ্টিধর।
অধিকার দিল মোরে সংসার উপর॥
মহাধর্ম্মশীল দেখি এই নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি॥
কোনমতে ব্রত ভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার॥
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবরে করিল স্মরণ॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা আইল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন॥
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলে আপনে।
কোন কর্ম্ম সাধি দিব কহ নিজগুণে॥
দ্বাপর বলিল মোর কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ-সাহায্য॥
দিব্য এক কন্যা দেহ করিয়া গঠন।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণ॥
তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন॥
পৃথিবীর যত রূপ করিয়া মোহন।
মোহিত নামেতে কন্যা করিল সৃজন॥
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি হর্ষবান॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি কয়।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল অনন্দিত মন।
কহে মর্ত্ত্যলোকে তুমি করহ গমন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবে আপনে॥
দিব্য পর্ব্বতেতে দ্রুত করহ গমন।
এই সে নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ॥
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন।
প্রকারেতে ব্রত তার করিবে ভঞ্জন॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
আজ্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ॥
মৃগয়া কারণ রাজা গেল সেই গিরি।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত উপরি॥
রাজা করে একদৃষ্টে কন্যা নিরীক্ষণ।
ভুবনমোহন রূপ না যায় বর্ণন॥
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন।
কামধনু জিনি ভুরু অলক অঞ্জন॥
তিলফুল জিনি নাসা ভুজ করিকর।
সুতপ্ত কাঞ্চন জিনি গৌর কলেবর॥
কুচযুগ সম পূগ গঞ্জি রসায়ন।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্ভু অতি সুলক্ষণ॥
রক্তবস্ত্র পরিধানা অরুণ উদিত।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত॥
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইয়া নৃপতি।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
সত্য কার কহ মোরে না ভাণ্ডহ সতী॥
নিজ পরিচয় মম শুন গুণবতী।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি॥

তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
মম ভার্য্যা হও তুমি কর অঙ্গীকার ॥
কন্যা বলে হই আমি অযোনি উৎপত্তি।
এইত পর্ব্বত মধ্যে আমার বসতি ॥
অনূঢ়া যে আছি আমি বিবাহ না হয়।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয় ॥
এক সত্য কর রাজা আমার গোচরে।
তবে আমি পরিণয় করিব তোমারে ॥
ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথা।
আমার সে কথা কভু না হবে অন্যথা ॥
যদি বা দুষ্কর হয় এ তিন ভুবনে।
মম বাক্য কভু নাহি করিবা খণ্ডনে ॥
রাজা বলে আমি সত্য করি অঙ্গীকার।
কভু না খণ্ডিব কন্যা বচন তোমার ॥
এত শুনি কন্যা করিলেন অনুমতি।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিল নরপতি ॥
কঙ্কায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে।
পূর্ব্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে ॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ ॥
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল ॥
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্য পাটেশ্বরী।
ইন্দ্রের শোভয়ে যেন পুলোমা কুমারী ॥
এইরূপে কতদিন রাজা বিহরয়।
অনন্ত ব্রতের আসি হইল সময় ॥
চিত্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল।
উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল ॥
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে।
অন্নদানে তুষিল যতেক দুঃখীজনে ॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
যুগবাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ ॥
নৃপতিরে চাহি কন্যা বলয়ে বচন।
উপবাসে কি কারণে আছহ রাজন ॥
এতেক দুষ্কর ব্রতে কোন প্রয়োজন।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন ॥
আমার বচন রাজা কহ সবাকারে।
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে ॥
কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত ॥
ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয়া বলয়ে বচন।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ ॥
এই ত অনন্ত ব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে ॥
অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে।
এই ব্রত আচরিলে সর্ব্ব দুঃখে তরে ॥
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কদাচিত যমের নগর নাহি যায় ॥
পূর্ব্ব কথা মম এই করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ ॥
সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম শূদ্র অবতংসে ॥
বেশ্যাতে ছিলাম মত্ত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষী মৃগ বধ কৈনু শত শত ॥
মম দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে করিয়া তাড়ন ॥
ক্রোধচিত্তে ঘোর বনে করিয়া প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হ'য়ে আকুল বিশেষ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই কেশব মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির ॥
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন ॥
দৈবযোগে নিশাশেষে সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর ॥
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আসিল বিকৃতি আকার ॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে এল বিষ্ণুদূত দুইজন ॥
যমদূতে অনেক করিল তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্তি তারা করিল আমার ॥
রথে করি নিল মোরে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অপমান পেয়ে গেল যমদূতগণ ॥

দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণুলোকে হৈল স্থিতি ।
অনন্তর ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কত দিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিনু ।
তারপরে পুনরপি মর্ত্ত্যলোকে এনু ॥
দুই মন্বন্তর তথা করিনু বিহার ।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার ॥
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ ।
এমত কুৎসিত বাক্য কভু না বলহ ॥
কন্যা বলে রাজা তুমি করিলা স্বীকার ।
না খণ্ডিবে কোন কালে বচন আমার ॥
এবে তুমি মিথ্যাবাদী জানিনু কারণ ।
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন ॥
আপনার সত্য রাজা করহ পালন ।
মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীত মন ।
কন্যারে চাহিয়া রাজা বলিল বচন ॥
যে বলিলে কন্যা সত্য কভু নহে আন ।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ ॥
তথাপি এ ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে ।
সে কারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন ।
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে আনি সেইক্ষণ ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি ।
ধর্ম্মজ্ঞান শিখাইল যত রাজনীতি ॥
যোগাসন করি তবে বসিল রাজন ।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥
রাজার মরণে সবে করয়ে ক্রন্দন ।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র মন্ত্রীগণ ॥
রাজার শরীর ল'য়ে করিল দাহন ।
নৃপতি বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন ॥
শ্রাদ্ধশান্তি করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে ॥
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল ।
বাদ্য বাজাইয়া সবে নগরে বলিল ॥
স্ত্রীর সহ সত্য না করিবে কদাচন ।
স্ত্রীর বাক্য কদাচ না করিবে গ্রহণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান ।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব এখন ॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে ।
শ্রদ্ধাভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে ॥
সর্ব্বকাম ফল লভে নাহিক সংশয় ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয় ॥
এক ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন ।
পূর্ব্বে চন্দ্রকেতু রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন ॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী ।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী ॥
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ-ঘরে ।
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোন্ জন ।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজ্য কর অবধান ।
পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতি স্থান ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা তনয় ।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান অতিশয় ॥
জীবের রমণী যেই তারকা নামেতে ।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে ॥
কামে বশ হ'য়ে গুরুপত্নী না মানিল ।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল ॥
তারারে লইয়া গেল আপন ভবন ।
চিরকাল তারা সহ করিল রমণ ॥
মর্ত্ত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি ।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি ॥
পরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন ।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন ।
বলিল পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন ॥

বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলা পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলা অর্জ্জন ॥
গুরুগর্ব্বে নাহি দেখ আপন অপায়।
আজি হৈতে হইবে কলঙ্ক তব গায় ॥
তবে আর মম বাক্য শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্তলোকে হইবে জনম ॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার ॥
কৃষ্ণের ভাগিনা হ'য়ে সুভদ্রা গর্ভেতে।
অল্প দিনে শাপ মুক্ত হইবে তাহাতে ॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ ॥
নিজ বশ নয় আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা মহাশয় ॥
তোমারে ত শাপ আমি দিব সে কারণ।
হীন পক্ষীযোনি মধ্যে পাইয়া জনম ॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষীযোনি পায় বৃহস্পতি ॥
কতদিনে গত হৈল শাপ বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন ॥
গৃধ্র পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরিতটে করিল বসতি ॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কত দিনে পক্ষিণী হইল গর্ভবতী ॥
চারিগুটি ডিম্ব কত দিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল ॥
দুই গুটি ডিম্বে হৈল দুই গুটি সুতা।
স্বামী সহ পক্ষিণী হইল আনন্দিতা ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু দেখি চারিজন।
বাৎসল্য ভাবেতে দোঁহে করিল পালন ॥
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহার ভোগে পালে নীতি নীতি ॥

এইরূপে কত দিন আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পত্নী সহ পক্ষী বঞ্চে নানাসুখে ॥
একদিন দৈববশে তাহার কারণ।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোর বন ॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে ॥
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখান।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান ॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে ॥
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেই স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে ॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর।
ত্বরাত্বরি প্রবেশিল মন্দির ভিতর ॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি ফিরি চলে পক্ষী ধরিতে না পারে ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয় ॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনুত্যাগ হইল তাহার ॥
পক্ষী ল'য়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে ॥
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
গুরু শিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার ॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ কর এইক্ষণে ॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল একটি নন্দন ॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন ॥

চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল ॥
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব হয় দুই জন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিল গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন ॥
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
এই কন্যা পুত্রেরে জিজ্ঞাস বিবরণ ॥
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি ॥
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান ॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর ॥
নরলোকে গিয়া জন্ম লভহ পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী ॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার ॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে ॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন ॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন ॥
বুধ ব'লে নাম তাঁর ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্য চিতে ॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু।

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন নরপতি।
কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী ॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর ॥
পৃথিবীর রাজগণে ধরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সমান সভা শোভিত হইল ॥
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িত মদনে ॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা ল'য়ে গেল রাজা আপন ভবন ॥
গুণে মহাগুণী রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ ॥
এক ভার্য্যা বিনে রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে ॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে একমাস ভার্য্যার সংহতি ॥
যেই দিন হৈতে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান ॥
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্তি মোহে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদন ॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ ॥
কামে বশ হ'য়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি ॥
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নামে তার হইল কুমার ॥
পাত্র মিত্রগণ কত করিয়া যুকতি।
রাজদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন ॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন ॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে ॥
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার ॥
এত শুনি বলে রাজা ভাবি নিজ চিতে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে ॥
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীনপক্ষী হ'য়ে থাক কৌণ্ডিন্য পুরেতে ॥

গৃধ্র পক্ষী হ'য়ে জন্ম লইল রাজন ।
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এ সব কথন ॥
পিতার বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখী মন ।
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হৈল সচিন্তিত ।
যুক্তি কৈল রাজ-পুরোহিতের সহিত ॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে ।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে ॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর ।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার ॥
কৌণ্ডিন্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে ।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে ॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণ দিলেন সংহতি ।
কৌণ্ডিন্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী ॥
শকুনির রূপ কন্যা দেখিয়া স্বামীরে ।
বিলাপ করিয়া কাঁদে অনেক প্রকারে ॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন ।
কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলে রাজন ॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি না হয় এড়ান ।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান ॥
ধর্ম্মরাজ করিলেন হেন তব গতি ।
আজি আমি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে ।
শাপভয়ে ধর্ম্ম তথা আসিল সাক্ষাতে ॥
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন ।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু হেন হৈল মন ।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ ॥
সে কারণে হইল কলুষ অতিশয় ।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি নাহিক সংশয় ॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ ।
পাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন ॥
গৃধ্রমূর্ত্তি ত্যজি পুনঃ দিব্যমূর্ত্তি হবে ।
নাহিক সংশয় আজি স্বামীকে পাইবে ॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল ।
শকুনির রূপ ত্যজি দিব্যমূর্ত্তি হৈল ॥
দেবাকৃতি হৈল সেই কন্যা চন্দ্রাবতী ।
দেবরথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি ॥
এত বলি দোঁহে কৈল স্বর্গে আরোহণ ।
শুনহ পুরাণ কথা ধর্ম্মের নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অষ্টমীর ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান ।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন ॥
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতী সেবনে ।
জন্ময়ে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে ॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিনে ।
শিবদুর্গা আরাধনা করে যেই জনে ॥
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয় ।
ইতিহাস কথা কহি শুন ধর্ম্মরায় ॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর ।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর ॥
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি ।
সুবাহু নামেতে এক ছিল নরপতি ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্ম কর্ম্মে রত ।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেন অবিরত ॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন ।
বিপ্রে পূজে দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন ॥
এইমত বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে ।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণ করিল নিমন্ত্রণ ।
দিব্য ভোগে সবাকারে করিল তোষণ ॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে ।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে ॥
অন্তঃপুরে যায় রাজা ভোজন কারণ ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন ॥
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে ।
যাচ্ঞা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে ॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর ।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত অন্তর ॥

কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ।
অন্ন বস্ত্র আদি নানা দিল ব্রাহ্মণেরে ॥
তাহা পেয়ে সত্বরে চলিল নিজ ঘরে ।
ক্রোধচিত্তে নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে ॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে ।
কতদিনে নৃপতি দেখিল পুষ্পবনে ॥
প্রতিদিন আসি পুষ্প গন্ধর্ব্বে হরয় ।
ক্রোধচিত্ত নরবর পুষ্প নাহি পায় ॥
ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিল ।
কোন্ জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল ॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে ।
আপনি রহিল রাজা কুসুম রক্ষণে ॥
পুষ্প তুলিবারে এল গন্ধর্ব্বের পতি ।
পুষ্পবনে অন্নবৃষ্টি বরিষয়ে অতি ॥
অন্নবৃষ্টি দেখি হ'ল সচিন্তিত মন ।
সেই রাত্রি রহিলেক জানিতে কারণ ॥
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধর্ব্বেরে ।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে ॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি ।
কোন্ হেতু আসি পুষ্প তোল নিতি নিতি ॥
আমারে সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে ।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি ।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর জাতি ॥
সুবেশ করিবে যত বিদ্যাধরীগণ ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ ॥
আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার ।
কোন্ কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার ॥
কিন্তু এক সবিস্ময় হৈল মম মনে ।
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আসিয়া কাননে ॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন ।
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ ॥
এখনও অন্নবৃষ্টি হয় এই বনে ।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণে ॥
হেতু যদি জান রাজা কহিবে আমারে ।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে ॥
কোথা অন্নবৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে ।
মিথ্যা কথা বলি কেন ভাণ্ডও আমাতে ॥
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে ।
দিব্যচক্ষু দিব তুমি দেখহ নয়নে ॥
এত শুনি দিব্যচক্ষে চায় নরনাথ ।
অন্ন বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত ॥
পূর্ব্বের কারণ তার হইল স্মরণ ।
গন্ধর্ব্ব চাহিয়া বলে শুন বিবরণ ॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ।
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিলাম ব্রাহ্মণে ॥
সেই হৈতে অন্নবৃষ্টি হয়ত কাননে ।
যাহা দিই পাই তাহা এ নহে এড়ানে ॥
তারপর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষণে ।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে ॥
ক্রোধরূপে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নদান ।
এ পাপে নরক হৈতে নাহিক এড়ান ॥
এক নিবেদন করি শুনহ আমার ।
এ পাপে যেমতে তরি কহিবা প্রকার ॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে ।
কহিল রাজার কথা ইন্দ্রের গোচরে ॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল বচন ।
যত পুণ্য করিল সে না হয় কথন ॥
পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান ।
তার তরে আগে হৈতে করেছি উদ্যান ॥
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর ।
সুবর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর ॥
পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান ॥
ভক্ষণ সামগ্রী দেখ অদ্ভুত বিধান ॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল ।
রাজভোগে হেন দ্রব্য কি হেতু হইল ॥
ইন্দ্র বলে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী ।
মহাপাপ অর্জ্জিল সুবাহু নৃপমণি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে ।
অন্নদান করিলেন অত্যন্ত যতনে ॥
এক গুণ দিলে হেথা হয় সপ্তগুণ ।
অন্নদান হেতু এই শুনহ নিপুণ ॥

যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ্য হেতু যে রাখিনু মতিমান ॥
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নরবর ॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে।
এত শুনি বিস্মিত হইল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর ॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল ॥
এই পাপ ভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥
হেন পাপ ভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে ॥
ইহার প্রকার মোরে বল মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোন্ মতে হয় ॥
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাজায় ॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী সেবন।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জন ॥
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হ'য়ে তপ আরম্ভিবে ॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব দুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে ॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥
অন্নদান ভূমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা ল'য়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে ॥
তবে তার এই পাপ হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন ॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে ॥
অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল ॥
নগরের নারী এক ছিল বেশ্যাঘরে।
স্ত্রী পুরুষে কোন্দল করিছে বহুতরে ॥
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ ॥
ব্রতী হ'য়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগ হৈতে ভূপতি তরিল ॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
শোক দূর করি রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজধর্ম্ম করহ পালন ॥
অষ্টমীর ব্রতকথা শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব তোমারে ॥
একাদশী ব্রতকথা সর্ব্বব্রত সার।
অবধান কর শুন ধর্ম্মের কুমার ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন একমনে ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত কর আচরণ।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে ॥
সেইরূপে জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন ॥
পূর্ব্বমুখ হ'য়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিবে দেব নারায়ণে ॥
ন্যাসমন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার ॥
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয় কমলোপরি স্মরি নারায়ণে ॥
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়ে পুনরপি পূজিবে আচারে ॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে তবে করি বিসর্জ্জন ॥

অবশেষে বাঁটিয়া দিবেক ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজা সমাধানে॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি॥
পূজা সমাপন করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন॥
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ॥
পারণ করিবে তবে বন্ধুগণ ল'য়ে।
ব্রত সমর্পিবে পরে সাবধান হ'য়ে॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হ'য়ে যায় বিষ্ণুপুরী॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী দিনে উপবাস হৈল যাতে॥
গালব মুনির পিতা পুত্রের সংবাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ-সম্মত কথা ব্যাসের বচন॥
মুনি বলে অবধানে শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয়॥
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী-অঙ্গজনু॥
কোন্ প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্ত খণ্ডাহ সংশয়॥
ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে॥
এইরূপে নানাসুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্যবিহীন দ্বিজ সদা দুঃখীমন॥
একদিন ভার্য্যা সহ বসি তপোধন।
পুত্রাভাবে নানারূপ করয়ে শোচন॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্তে নরকে গমন॥
দুগ্ধহীন গাভী যেন পুত্রহীন তেন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥
পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আরাধন।
পাদ্য অর্ঘ্যে করিলেন চরণ বন্দন॥
দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন॥
করযোড় করিয়া করিল নিবেদন।
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহা তপোধন॥
চরাচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান জানহ প্রত্যেক॥
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার॥
অচিরে হইবে তব যুগল নন্দন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
যজ্ঞবেদী হ'ল আসি দুইটি নন্দন॥
পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞেতে জন্মিল নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মশীল হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠপুত্র পাপীষ্ঠ জন্মিল॥
কতদিনে যোগ্য দুই হইল নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন॥
সংসার বাসনা মন ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপনার সঞ্চিত যতেক ধন ছিল॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে॥
জানন্তি নামেতে তথা মহা তপোধন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ॥

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্ট যত শিষ্য অগণিত ॥
তাঁর কাছে গিয়া উত্তরিল তপোধন।
দেখিয়া জানন্তি মুনি কৈল অভ্যর্থন ॥
অতিথি বিধানে পূজা করিয়া সাদরে।
জানন্তি জিজ্ঞাসে সেই অভ্যাগত নরে ॥
কোথা হতে আইলেন কোথায় নিবাস।
কোন্ প্রয়োজনেতে আইলা মম পাশ ॥
এত শুনি বলে ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম ॥
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্ত্বজ্ঞান ॥
কিরূপে তরিব আমি এ ভব-সংসার।
কাহা হ'তে সংসার-বন্ধনে হব পার ॥
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি ভব-মায়া ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু এক সনাতন ॥
তাঁহার আশ্রয় কৈলে সর্ব্ব পাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে ॥
তাঁহার আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
সেই ব্রহ্ম সনাতন জগতের সার ॥
তাঁহারে ভজহ পূজ তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে করহ ভকতি ॥
নাম গুণ শ্রবণ করিহ অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি ॥
ভার্য্যা সহ উত্তরিল যমুনার তীরে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে ॥
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল ॥
চিতা করি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুনি।
পতি সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেল সুবদনী ॥
যজ্ঞমালী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার ॥

পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্যকর্ম্ম কৈল ॥
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে ॥
নানাবিধ ধ্যানযোগে দেবে আরাধিল।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণচরণ সেবিল ॥
দেখিয়া সকল জীব আত্মার সমান।
নিজ হস্তে কৈল হরি মন্দির মার্জ্জন ॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জ্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হ'য়ে আনন্দে রহিল ॥
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার ॥
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হ'য়ে সব মজাইল ॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালী সহ মিলে জ্ঞাতিগণ ॥
এক দিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া ॥
শুনিয়া তাহার কথা ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি সহোদরে কৈল প্রহারণে ॥
হাহাকার শব্দ উঠে পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকার কৈল নগরের জন ॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল ॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তারে করিল দুর্ব্বৃত্তে ॥
এইরূপে কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন ॥
ধর্ম্ম আত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ।
পাঠাইয়া বিমান দিলেন নারায়ণ ॥

দুই দূত আইলেন শরীর সুন্দর।
বিমান লইয়া তারা আইল সত্বর॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নর্ত্তকে নাচন॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি ল'য়ে যায় করিয়া প্রহার॥
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হ'য়ে।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে॥
এই দুষ্ট দূত হৈল কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথাকারে ল'য়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন্ প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবা আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিল তাহারে॥
এই দুই জন হয় যমের কিঙ্কর।
এই যে দেখিছ পাপী তব সহোদর॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম বিদ্যমান॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কোন প্রকারেতে এই হয়ত মোচন॥
দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এক মুক্তি করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কৌশল নগরে পূর্ব্বে কামিলা নামেতে।
বেশ্যাকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিতে॥
গো ব্রাহ্মণ বিনাশিয়া হয় দুষ্ট চোর।
তাহার পাপের কথা কি কহিব ঘোর॥
চুরি হিংসা করে আর বেশ্যাপরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্ম অধর্ম্মি দুষ্টজন॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুজন।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ তাড়নেতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত হ'য়ে প্রবেশিল বনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রম হইল শরীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব মন্দির॥
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান দান নিত্যকর্ম্ম তাহাতে করিল॥
শ্রম দূরে গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় লইল সেই মন্দির ভিতর॥
যত ভস্ম অঙ্গার আছিল ভাঙ্গা ঘরে।
পরিষ্কার সে সব করিল নিজ করে॥
শ্রমযুক্ত হ'য়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুশেষে আসি কাল উপনীত হৈল॥
গৃহের ভিতর মহাকাল সর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে যোগ্যতা কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার॥
দুই দূত সেখানে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন॥
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায়॥
গোচর্ম্ম প্রমাণ বিষ্ণু মন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দিয়া পুণ্যদানে॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে॥
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণুদূত কয়॥
ভ্রাতৃ পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা আরে দুরাচার॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্তি করি দিল সেইক্ষণ॥
যজ্ঞমালী শুনি তবে স্তব্ধচিত্ত হৈয়া।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চাপিয়া॥

সুমালীর কথা যমদূত নিবেদিল।
শুনিয়া সকল দূতে যম প্রবোধিল ॥
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি সুমালী লভিল ॥
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্ম সনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস ॥
শ্রদ্ধাভক্তি হ'য়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির মার্জ্জন করি ভজয়ে শ্রীহরি ॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে এ ভব-সংসার সুখে তরে ॥
কহিলাম তোমারে এ ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই ব্যাসের বচন ॥
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন ॥
এ ভব-সংসারে সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নাহি কোন কালে ॥
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।
কাশীরাম কহে ভাবি গোবিন্দ-চরণ ॥

বিষ্ণুর প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়কর ॥
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে ॥
তাহার কি পুণ্যফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাও নিশ্চয় ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা তোমার।
গোবিন্দেরে প্রণাম যে করে অনিবার ॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা কহিব তোমারে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরাকুমার।
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার ॥
শক্রের নগরে তার আলয় নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান ॥
লীলারূপে তাহাতে প্রকাশে দামোদর।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর ॥
প্রাতঃসন্ধ্যাকালে তবে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণেরে করে স্তুতি ॥
এইরূপে নিত্য নিত্য করয়ে বন্দন।
একদিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন ॥
প্রদক্ষিণ করি গুরুদেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে ॥
চক্রাবর্ত্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ প্রদক্ষিণ হৈয়া ॥
হেনকালে আসি ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত ॥
নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে কহে মুনিগণ।
স্তুতিপূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন ॥
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি ॥
ইহার কি ফল হয় কহিবা আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে ॥
সম্যক প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধান কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী ॥
ধ্যান অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলাম তাঁহারে ॥
কৃপা করি ব্রহ্মা কহিলেন যে আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে ॥
পূর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে ॥
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার ॥
তার কর্ম্ম দেখি সবে ধিক্কার জন্মিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল ॥
মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন ॥
তথায় দেখিল তপ করে এক মুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি ॥
শকুনি পতঙ্গ পাখা করেতে আছিল।
সেই পাখা মুনির জটায় নিয়োজিল ॥

হাস্য পরিহাস করি অনেক কহিল ।
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল ॥
অতি সুশোভন দেখি জটার উপর ।
দেখি তবে হৈল মুনি সক্রোধ অন্তর ॥
না জানি আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন ।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ ॥
শকুনি পতগ পাখা মম শিরে দিলে ।
হইয়া গৃধিনী পক্ষী জন্মহ ভূতলে ॥
এত শুনি তবে দ্বিজ বলিল বচন ।
স্মৃতি ভঙ্গ মোর যেন না হয় কুখন ॥
এত শুনি দুঃখচিত্ত হৈল তপোধন ।
সেইক্ষণে পক্ষত্ব পাইল সে ব্রাহ্মণ ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল ।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল ॥
এইরূপে কত দিনে আছয়ে বনেতে ।
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল ।
অত্যল্প বাজিল বাণ কিছু না হইল ॥
উঠিয়া সঘনে পক্ষী যায় পলাইয়া ।
পাছে পাছে ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া ॥
কত দূরে গিয়া পক্ষী নির্জীব হইয়ে ।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী দেবালয়ে গিয়ে ॥
ধেয়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল ।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি ।
পক্ষত্ব পাইল পক্ষী দিব্যমূর্ত্তি ধরি ॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়ে ।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী ল'য়ে ॥
পাইল নির্ম্মল মূর্ত্তি দেব নারায়ণে ।
প্রদক্ষিণ মহিমা কে কহিবারে জানে ॥
ব্রহ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয় ।
সেই হ'তে প্রদক্ষিণ করি দেবালয় ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি ।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী ॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন ।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন ॥
সেই হৈতে হৈল ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত ।
কহিনু তোমারে রাজা পুরাণের মত ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
শুনিলে পবিত্র হয় জন্ম নাহি আর ॥

সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতঙ্কোপাখ্যান ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয় ॥
মায়া মোহ তেয়াগিয়া হ'লেন সুস্থির ।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির ॥
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানিজন ।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন ॥
কিরূপে সাধুসঙ্গ করয়ে জীবগণ ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন ॥
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর ।
ইহার বৃত্তান্ত কহ ওহে কুরুবর ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন ।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন্ জন ॥
সকলের আত্মা হন এক ভগবান ।
কারো শত্রু মিত্র নহে কারে ভিন্ন জ্ঞান ॥
মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহয় ।
জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয় ॥
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিদান ।
কহিব তাঁহার কথা শুন মতিমান্ ॥
ঈশ্বর মায়ায় বিমোহিত চরাচর ।
মায়া অবলম্বি অবস্থিত দামোদর ॥
মায়াতে হইয়া বন্দী রহে মূঢ়জন ।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন ॥
এ সব সম্পত্তি মম, মম ভ্রাতৃগণ ।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ ॥
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয় ।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয় ॥
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে ।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে ভ্রময়ে সংসারে ॥
ঈশ্বর লিখিত সব না জানে অজ্ঞানে ।
আমার আমার করি মরে অকারণে ॥

পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাথী নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয়॥
হরিনাম হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ॥
এইরূপে ঈশ্বরের মায়ার বিধান।
তরিবে ইহাতে যেই হয় মতিমান॥
গৃহধর্ম্ম করিয়া করিবে সাধুসঙ্গ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করে ধরি।
মায়ার বন্ধন কাটিহ ত্বরা করি॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন।
তথাপি অমর হবে বেদের বচন॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হ'য়ে রাজা শুন একচিতে॥
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
পরদ্রব্য লোভ লুব্ধ করে অনুক্ষণ॥
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্যে অপহার করে।
একদিন গেল ব্যাধ সৌরভ নগরে॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে আছে দিব্য সরোবর॥
তথা গিয়া কলিক হইল উপনীত।
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্বিত॥
নানাধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন।
উপরেতে সুশোভন কলস কাঞ্চন॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া॥
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্ব্ব গুণান্বিত।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্র বিদিত॥
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পাত্রাসন।
শীলারূপী মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন॥
পূজার সামগ্রী নানা সুবর্ণ রচিত।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিন্তিত॥
ভাবিলেন নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
মন্দির সমীপে বনে গোপনে রহিল॥
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়্গ এল ব্যাধ মুনিরে মারিতে॥
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ।
খড়্গ ঊর্দ্ধ করি হানিবারে কৈল মন॥
খড়্গ হস্তে দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে॥
একাকী দেখি যে তোমা নিষ্পাপ লক্ষণ।
তবে কোন হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত।
তথাপিও হিত করে না করে অহিত॥
কালরূপী ভগবান এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন॥
সেই হেতু তোমারে দেখি যে কুলক্ষণ।
প্রায় বুঝি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ॥
অখিলপতির মায়া অখিলে মোহময়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয়॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালীরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে॥
পুত্র মিত্র সকল বান্ধব পরিজন।
ভৃত্য আদি ধন জন এ সব কারণ॥
ব্যস্ত হ'য়ে করে লোক নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে নিত্য উপার্জ্জন॥
নানা ভোগ দুঃখ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি, না বুঝে পামর।
একা হ'য়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর॥

পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বর-মায়াতে ॥
সাধু সঙ্গ বিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বর-মায়া তত্ত্ব না বুঝিয়া ॥
যাঁর নাম গুণের প্রভাব অবর্ণিত।
কেবা সে বুঝিবে তত্ত্ব জগতে বিদিত ॥
শঙ্কর যাঁহার মায়া-তত্ত্ব নাহি জানে।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কেমনে ॥
জ্ঞানরূপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপর ॥
চরণারবিন্দ তাঁর যে, করয়ে সার।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার ॥
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর ॥
যাঁর নাম স্মরণে অশেষ পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥
বহু ক্লেশে লোক ধন করে উপার্জ্জন।
ধন দিয়া পোষয়ে বান্ধব পরিজন ॥
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয়।
অধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ পাত্রেতে মজয় ॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে ॥
অন্তঃকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনাকে না জানে দারুণ মোহ মতি ॥
মোহমদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার।
সাধুজন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার ॥
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন ॥
এইরূপে শাস্ত্রকথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল ॥
সাধু পরশন মাত্রে পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল ॥
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয় ॥
নমো নমঃ তোমার চরণে নমস্কার।
যাঁহার প্রসাদে তরি এ ভব-সংসার ॥
পূর্ব্বজন্মে যত কৈনু পুণ্য উপার্জ্জন।
এই জন্মে তত পাপ না হয় গণন ॥
পাপ দূরে গেল মম তোমার পরশে।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষীকেশে ॥
তুমি হে পরম গুরু হইলা আমার।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভবপার।
নমো নমো নারায়ণ অনাদি নিদান।
জয় জগন্নাথ নাম পতিত-পাবন ॥
সাধু সমাগম মাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল।
তোমার চরণে দেব ভক্তি উপজিল ॥
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেক মনে ॥
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
পুনরপি পাপে পাছে ধায় মম মন ॥
ত্রিগুণে জন্মিল দেহ ক্ষণেক চঞ্চল।
সে কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল ॥
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে।
হে বিধি আমাকে রাখিলেন কোন্ পাকে ॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহয়ে আমার ॥
আমার যতেক পাপ আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার ॥
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে।
অতি শীঘ্র পঞ্চত্ব হইল সেইক্ষণে ॥
ব্যস্ত হ'য়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ
বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে করেন সেচন ॥
বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শে সাধু সমাগমে।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিল জানিল অনুক্রমে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি ॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি।
নানাবিধ প্রকারে অনেক কৈল স্তুতি ॥
তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন ॥

কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শক্তি আছে কার ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার ॥

ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ
ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নরমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি ॥
উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন্ মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন ॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হ'য়ে তায়।
কহিবে সকল কথা বিশেষে আমায় ॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন ॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করে।
বেদশাস্ত্র নিষ্ঠাশীল সর্ব্বগুণ ধরে ॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া ॥
জয় জয় নারায়ণ জগৎ কারণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম সনাতন ॥
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দারধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্র-কুলান্তক ॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশন।
বলিমদহর নমো নমস্তে বামন ॥
নমো ধন্বন্তরীকায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিদারক ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্যবিনাশন ॥
নমো রামকৃষ্ণরূপ গোকুল-বিহার।
নমো নমো জয় জয় বুদ্ধ অবতার ॥
ভবিষ্যৎ অবতার নমঃ কল্কিরূপ।
নমো হরি অবতার নমো বিশ্বরূপ ॥
নমো শ্রীসচ্চিদানন্দ বিশ্বপরায়ণ।
নমো নমো জগৎপতি ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগৎ নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি ॥
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি জগৎ ঈশ্বর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর ॥
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায়া নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর ॥
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহার ॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন ॥
দশদিক স্তোত্র তব, শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীরে ব্যপ্ত চরাচরগণ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আদি ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারী ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালা বিভূষিত গরুড়বাহন ॥
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ বেশ মনোহর।
নব দল বিকসিত শ্যাম কলেবর ॥
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক তপোধন ॥
একান্ত ভকতি করি আমারে যে ভজে
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে ॥
মনোমত যেই মাগে দেই আমি তারে
সে কারণে শুন দ্বিজ কহি যে তোমারে
যেই বর তব ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে ॥
এত শুনি কহে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
অবধান নিবেদন শুন চক্রপাণি ॥

নিষ্কাম ভকত আমি বরে নাহি কাজ ।
যদি বর দিবে তবে দেহ দেবরাজ ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মম যথা তথা হয় ।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয় ॥
কীট জন্ম হব কিম্বা মনুষ্য কিন্নরে ।
গন্ধর্ব্ব চারণ আদি যত চরাচরে ॥
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ ।
যথা তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ ॥
অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত ।
নির্ম্মায়া হইব আমি মায়া বিবর্জ্জিত ॥
তোমার মায়াতে বদ্ধ যত চরাচর ।
কেবল বর্জ্জিত মায়া তোমার কিঙ্কর ॥
ঈশ্বরের মায়াতত্ত্ব কি বুঝিতে পারি ।
মায়া বিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারী ॥
এত বলি করে দণ্ডবৎ প্রণিপাত ।
দিলেন তাহারে জ্ঞান উক্তি জগন্নাথ ॥
পুনরপি উতঙ্কে বলেন শ্রীনিবাস ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে পূরিবেক আশ ॥
নর-নারায়ণ স্থানে করহ গমন ।
তপ যোগ সাধি কর মম আরাধন ॥
নর নারায়ণ স্থানে লহ উপদেশ ।
একান্ত আমারে ভক্তি করিলে বিশেষ ॥
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবে নিশ্চয় ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময় ॥
তত্ত্ব উপদেশ ল'য়ে ভজিল শ্রীহরি ।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ-কথন ।
ঈশ্বর নির্ণয় তত্ত্ব জানে কোন্ জন ॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি ।
কলসীতে ভরি যদি সমুদ্রের বারি ॥
আকাশের তারা যদি পারি যে গণিতে ।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে ॥
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর ।
অন্য দিয়া অন্য বৃত্তি হরেন শ্রীধর ॥
অন্য দিয়া অন্য জনে সংহারেন হরি ।
তাঁহার প্রসঙ্গ মায়া বুঝিতে না পারি ॥
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার' নয় ।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি বুঝ মহাশয় ॥
একা হ'য়ে আসে জীব একা হ'য়ে চলে ।
আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে ॥
সে কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোক কর নিবারণ ॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল ।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণ মনে ধরিয়া রহিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

সূত বলে অবধান কর মুনিগণ ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন ॥
যোগমার্গ কথা শুনি সানন্দ হৃদয় ।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
সে যোগমার্গের কথা ভীষ্মমুখে শুনি ।
কোন্ কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার কথন ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি ।
অনন্তর গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মহামতি ॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার ।
কহিলেন ধর্ম্মেরে করিয়া সুবিস্তার ॥
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর হস্তিনা ভুবন ॥
মহাযজ্ঞ করিয়া ভজহ দয়াময় ।
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয় ॥
মাঘমাস সীতাষ্টমী আজি শুভদিনে ।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে ॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পণ ।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবা পালন ॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান ।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান ॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যান যোগ চিত্তে ধরি ।
করেন কৃষ্ণের স্তোত্র ভীষ্ম ভক্তি করি ॥

নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগত এই তব লোমকূপ ॥
নমোনমঃ আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমো নরসিংহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয় ॥
নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে বামন।
নমো ভৃগুপতি ক্ষত্রকুলবিনাশন ॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশক।
নমো রাম অবতার রেবতী নায়ক ॥
নমো কৃষ্ণ অবতার গোকুলবিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার ॥
নমো কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশন।
নমো নমো জয় জয় আদি নারায়ণ ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর ॥
আত্মারূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি ॥
এ ভব-সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেন মন ॥
মহারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার ॥

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখেন নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণ লোচন ॥
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারী ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মুরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে মনে করিলেন স্তুতি ॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখে দেবগণে ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে ॥
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতলি সারথি ॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিল গমন।
বন্ধুগণ সহ গিয়া হইল মিলন ॥
চিরদিনের বন্ধুসনে হইল দর্শন।
সম্ভ্রম খণ্ডিল পূর্ব্ব জন্মের কথন ॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
স্বর্গেতে চলিল ভীষ্ম গঙ্গার তনয় ॥
মাঘমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে ॥
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর ॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি কত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা ॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার ॥
কোথা গেল পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে
দুর্যোধন পাতক করিল অকারণ।
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন ॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোক-সিন্ধু মধ্যেতে আমাকে ডুবাইল ॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা আসিলেন ব্যাস জানি সমাচার ॥
কুরুক্ষেত্রে মধ্যে যথা ভীষ্মের পতন।
তথাকারে করিলেন ত্বরিত গমন ॥
ব্যাসে দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া পঞ্চজন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥
ধূলাতে ধূসর তনু নেত্রে ঝরে বারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি ॥
নিস্ফল তোমরা সব করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝান ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন ॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু না ঘুচিল ভ্রম তোমা সবাকার ॥

ভ্রম দূর কর রাজা তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য আত্মা ভীষ্মবীর বসু অবতার।
শাপ ভ্রষ্ট হ'য়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থান।
তাঁর হেতু শোক রাজা কর অকারণ॥
দুর্য্যোধন আদি-যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর হিতে।
হত হৈল যত ক্ষত্র ভারত-যুদ্ধেতে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণ হ'য়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণু অংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস॥
ততদিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা শুন মম বাণী॥
অগনি সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদাহন পৃথিবী দেখহ যেইখানে॥
আপোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাও।
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিও॥
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি, সবে গেল শমনের দ্বারে॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে।
আপোড়া কোথাও নাহি কহিনু তোমাতে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাসবাক্য শুনি॥
অর্জ্জুনেরে আদেশ করিলেন রাজন।
শীঘ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ॥
পৃথিবী খুঁজিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দ ভুবনে॥
অদাহ পৃথিবী যদি থাকে কোনখানে।
তথা ল'য়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে॥
জানিয়া আইস ভাই চল শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর॥
কপিধ্বজ রথ আরোহিয়া সেই ক্ষণে।
অগ্রে উপনীত গিয়া ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অদাহন।
একে একে বিচরেন ইন্দ্রের নন্দন।
সপ্তস্বর্গ পুনরপি করেন বিচার।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার॥
সপ্ত পাতালেতে সব দেখেন বিচারি।
অদাহন পাতালেতে কোথাও না হেরি॥
অনন্তরে মর্ত্ত্যে আসিলেন ধনঞ্জয়।
সপ্ত দ্বীপ বিচারিয়া করেন নির্ণয়
অদাহন পৃথিবী না দেখি কোনখানে।
সবিস্ময় হ'য়ে আসি কহেন রাজনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্ব ভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেন মন।
ভীমার্জ্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃত কুম্ভ সভার ভিতরে॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয়।
চতুর্দ্দোলে করি আন গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমারে।
অগনি সংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
শত শত ঘৃত কুম্ভ কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনিল ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী নিবাসী॥
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাতে যাইয়া তবে করেন তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ শ্রান্তি করিলেক ক্ষত্রিয় বিধানে।
নানারত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
এতদূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।